মনোদর্পণ

মনোদর্পণ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

রঞ্জন প্রকাশালয়
কলিকাতা

প্রবাসী বুক ষ্টল
১৪২, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড,
কলিকাতা

১৩২৭

মূল্য এক টাকা

ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

হরিধনবাবু বিষ খাইয়া মারা গিয়াছেন, তাঁহার শবদেহ হাসপাতালের শব-ব্যবচ্ছেদাগারের টেবিলে পড়িয়া। হরিধনবাবুর বিধবা পত্নী, অনূঢ়া কন্যা, শবব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তার, পাড়ার পরোপকারী শববাহী যুবকবৃন্দ, শ্মশানের মুদ্দোফরাস, শৃগাল এবং শকুনি—এই শবদেহ সম্বন্ধে প্রত্যেকের মনে ভাবনা বিভিন্ন। প্রত্যেকের দুঃখ বেদনা ও লোলুপতা কাব্যের বিষয় হইতে পারে কিন্তু শবব্যবচ্ছেদকারীর নির্লিপ্ততাকে কাব্য করিয়া তোলা কঠিন।

'মনোদর্পণ' এই শবব্যবচ্ছেদের কাব্য। ইহাকে কাব্যরূপ দিবার জন্য গল্প ও নাটিকার সাহায্য লইতে হইয়াছে।

'কাম্স্কাট্কা সাউথ অব লোপাট্কা' -র সহিত কাম্স্কাট্কীয় ছন্দ ও কবিতার কোনই যোগ নাই। এই কাম্স্কাট্কার অবস্থান আমার মনে। 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকা 'শনিবারের চিঠি' হইতে ইহার কয়েকটি কবিতা সত্যসত্যই কাম্স্কাট্কীয় কবিতার অনুবাদ-হিসাবে উদ্ধৃত করিয়াছিল বলিয়া একথা লিখিতে হইল।

সূচী-পত্র

['অনাদ্যন্ত' ছাড়া সবকটি লেখাই 'নবপর্য্যায়' শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হইয়াছিল।]

মনোদর্পণ

কামস্কাট্‌কীয় ছন্দ

আজকাল বাঙলা ভাষায় নানা ভাষা হইতে ছন্দের আদর্শ লওয়া হইতেছে, ইহাতে বাঙলার কাব্যসম্পদ ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। নিজের ভাষাতেই ছন্দের আদর্শ রক্ষা করা অতীব দুরূহ; ভাষান্তরের আদর্শ বজায় রাখা কি ভয়ানক কঠিন তাহা একাজ যাঁহারা না করিয়াছেন তাঁহাদিগকে বোঝান অসম্ভব। আমি কামস্কাট্‌কায় অবস্থান কালে সে দেশের ভাষা শিখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। সে ভাষায় কয়েকটি অপূর্ব্ব ছন্দ আছে। আমি কামস্কাট্‌কীয় ভাষার ছন্দের আদর্শটি এক লাইন দিয়া বাঙলা ভাষায় তদনুরূপ দুএকটি কবিতার নমুনা দিতেছি। কবিতাগুলি আমারই রচিত। এই কবিতাগুলি লেখার সময়ে আমার কামস্কাট্‌কীয় বন্ধু বিথলোতেলাচুংভিস্কী আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। বাঙালী পাঠক-পাঠিকারা হয়ত প্রথমটা দুই একটা কবিতার ছন্দ আয়ত্ত করিতে পারিবেন না; দুই একবার চেষ্টা করিয়া পড়িলেই কান ঠিক হইবে। কামস্কাট্‌কা সাইবীরিয়ার অন্তর্গত এবং লোপাট্‌কার সন্নিহিত হইলেও রাসিয়ান বা লোপাট্‌কীয়ান কোনো ভাষাই সেখানে ব্যবহৃত হয় না। হয়ত এই ধরণের ছন্দ বাঙলাভাষায় (আরবী, ফারসী কিম্বা অন্যভাষার আদর্শে) দেখা গিয়াছে কিন্তু পাঠক-পাঠিকাগণ একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলেই ইহাদের সঙ্গে একটু বিভিন্নতা উপলব্ধি করিবেন।

১। আদর্শ (কামস্কাট্‌কীয়ান)

লুঙ্‌ উষ
তুল ফাই
দিক্‌ শাক্‌
মিক্‌লি,

ঢুঙ্‌ শূষ
ঢুল মাই
ত্রিক্‌ বাক্‌
পিক্‌লি।

(বাঙলা)

এত ঢঙ
বল্‌ ভাই,
কাছে কার
শিখ্‌লি,

সেজে সং
নেচে যাই,
নাচে পার
শিকলি।

শৃঙখল
থাক্‌ ঢের,
সাফ্‌ আছে
গলাটা,

আছে বল *

প্রভুদের

পাছে পাছে

চলাটা।

কেহ যেন মনে না করেন যে এই নমুনাটিতে আমাদের জাতীয় ছুরবস্থার বর্ণনা আছে।

২। শ্রোষ না শ্রোষ, স্ত্রীম্ না শ্রোষ, ট্রোষ না ট্রোষ দিঙ না সি।

ভালোরে ভাল এই ত ভালো কালো ত কালো

তোর তা কি?

আছে যা আছে আমার আছে বাঁচে না বাঁচে

আমার স্ত্রী,

তোর তা কি?

বাসি কি বাসি ভাল না বাসি খাই কি না খাই

তাহার চুম্,

ওরেরে ওরে বল্ না ওরে নইলে যে কীল

মার্ব ছুম!

হয় না ঘুম?

৩। লেভুর লোঙ পিক্ ট্রাক্।

ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাস্

ফেল্ছে দীর্ঘ নিশ্বাস্,

* Strength.

বউটা কর্‌ছে হাস্‌ ফাঁস্‌
ভুগছে বোধ হয় যক্ষ্মায়—
হেরম্ব সিং ডাক্তার
চতুর্দ্দিকেই ডাক তার,
যেতে বল্‌ছে বার বার
কাশ্মীর কিম্বা মক্কায়।

৪। তিং ত্র্যাল ত্র্যাল।

শিং নেড়ে নেড়ে
তেড়ে এল বেড়ে
মোষটা,
পালা ওরে পালা,
যাক্‌ ছিঁড়ে বালা-
পোষটা।

৫। হুন্‌ হোল হুন্‌ গ্রোল উনে লাফা ব্রিল স্থর্‌ কূট ব্যাস্ক সো,
হুন্‌ চোল হুন্‌ ঢোল ভুনে সাফা গ্রিল হ্বূর ছুট ল্যাস্ক হ্রো।

দূর ছাই দূর যাই দেশে থাকা ঠিক নয় দূর যাইরে,
গুড় খাই গুড় নাই এসে টাকা নিক্‌ ছয় গুড় দ্যায় যে।
তা না হ'লে 'খানা' চ'লে যাব আমি গুড়-আলা টাকা পান না,
চা না হ'লে পা না চলে যাব থামি, দূর কালা বোকা আন্‌ চা।

৬। বুণ্ডোরোঁলো কানষ্ট্রাকা।

পুণ্যস্রোতা জাহ্নবী—
আপনি মশাই খান সবি?

খালাসিদের রান্না ?

ঝিনিদহের গাঙ্গুলী,
বল্‌চেন কথা মুখ তুলি,
আমার পাচ্ছে কান্না !
গঙ্গার ওপর সব চলে,
পার পাবেন কি এই ব'লে ?
একঘরে যে কর্‌ব !
কী, আপনার নেই কেয়ার,
মুর্‌গী যদি খান এবার
ঝাঁপিয়ে জলে মর্‌ব !

৭। কাম্‌স্কাট্‌কা—ফিলিয়েনো লাক্‌* ।

থাক্‌ প্রাণটা
বাঁচিয়েছ ভাই !
যাক্‌ কানটা
তাতে ক্ষতি নাই ।

* এটি কামস্কাট্‌কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় কবিতার প্রথম লাইন। কামস্কাট্‌কার সঙ্গে ব্লাডিভোষ্টকের যখন যুদ্ধ হয় (যে যুদ্ধে লোপাট্‌কা কামস্কাট্‌কার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল) বিখ্যাত কবি ওরল্যাংহো ঐ কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন। ঐ গান গাহিয়া শত শত কামস্কাট্‌কীয়ান অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল। আমিও ঐ আদর্শে আমাদের জাতীয় কবিতাটি লিখিলাম। কোনো সুরবেত্তা উহাতে সুর-সংযোগ করিলে জাতীয় যুদ্ধস্থল হইতে শত শত যোদ্ধা ঐ গান গাহিতে গাহিতে অকাতরে পলাইতে পারিবে। পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে ঐ গানটি লিখিয়া বিখ্যাত কবি ওরাল্যাং-হো বিজেতা ব্লাডিভোষ্টকীয়দের হাতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

বক্তৃতাটি
জমেছিল বেশ,
সব্বই মাটি
করে দিল শেষ।
সারজেণ্ট্‌রা
যেই এল তেড়ে,
ভরা টেণ্টটা
খালি হ'ল বেড়ে।
"ধর্‌ বন্দুক,
বোমা shell-গুলি
কর কন্দুক ;
ইংরেজ খুলি
পাকা বেলবৎ
ফাটাও ফটাস্‌,
দিলে নাক্‌খৎ
চড়াও চটাস্‌।"
ওকি, হুদ্দাড়
ছোটে কেন ওরা ?
ওঠে 'মার্‌মার্‌' *
'ওই আসে গোরা'।

---

* Murmur

নিয়ে প্রাণটা
　　পালিয়েছ বেশ !
গেছে কান্‌টা
　　বেঁচেছে ত দেশ !
বক্তৃতা পাবে
　　শুন্‌তে তোমার—
তা হলেই হবে
　　দেশ উদ্ধার।

এই কবিতাটি একটু টানিয়া টানিয়া পড়িতে হইবে।

৮। গুনোস্‌ ট্যাঁসা।

হুতোম প্যাঁচা
শুক্‌নো ডালে
ডাক্‌ছে বসে
　　ভর সাঁঝে,
সেজে গুজে
যাচ্ছ কোথা
একটু দাঁড়াও
　　পথমাঝে।
আজ্‌কে হ'ল
ভাদ্র মাসের
ষোলই তারিখ
　　শুক্রবার।

ডাক শুনে কি
এমন দিনে
ঘর হতে কেউ
হয় গো বার ?

৯। ল্লাসী তনুছুক্ বিস্টাপ।

গাজী আব্বাস্ বিট্কেল ?
কল্লি মহা খিট্কেল !
লিখে ফেল্লি কাব্বি।
তাও আবার ছাপ্বি ?
ছাপ্লে তাও কাট্বে—
কেউ কেউ তা চাট্বে।
পাবি মহা সম্মান—
সভায় গাইবি তোর গান,
শুন্তে সবাই কাঙলা
দেশটা যে রে বাঙ্লা !

১০। মিলহীন ছন্দ। এই ছন্দ লেখা একটু কঠিন। ইহাতে মিলের গন্ধমাত্রও থাকিবে না, যাঁহারা এই ছন্দে লেখেন তাঁহারা স্বভাবতঃ মিল আসিলেও তাহা গরমিলে পরিণত করেন। আদর্শের নমুনা দিলাম না।

(ক) সমাক্ষর মিলহীন ছন্দ।

ওরে ওরে ইষ্টুপিড্
এই তোর ছিল মনে ?

ফেলিলি আমায় ফেরে!
নিজে তুই চিঠি লিখে,
মোর নামে ছাপাইলি?
চাকৃরী বুঝি-বা যায়।
আমি বড়সাহেবের
কাছে গিয়ে আজ, খুলে
সব বলিব নিশ্চয়।
ধরিব তাঁহার পদ,
দিয়ে নাকখৎ লম্বা,
ক্ষমা ভিক্ষা মাগি লব।
জানিস্ না ওরে আমি
বাঙলার কেরাণী যে।

(খ) অসমাক্ষর মিলহীন ছন্দ

দিকে দিকে ওঠে রণরণি,
বাজি উঠে দামামা ও ঢোল,
বাজে শিঙ্গা বাজে করতাল,
রবাব মৃদঙ্গ কত বাজিছে চৌদিকে।
থরে থরে চলে নর, গজ অশ্ব কাতারে কাতারে।
চারিদিকে মহা হৈ চৈ,
কত বাজি পুড়িল যে, কত বাজি হইল যে খোঁড়া,
কে করে গণন।

ভাবিলাম কোনো মহারাজ রাজচক্রবর্ত্তী কেহ
শত্রু পক্ষে জিনি, বন্দী করি শত্রুরাজে
স্বরাজ্যে ফিরিয়া এল বুঝি।
শুধালেম এক পদাতিকে,
চমকিয়া উঠিলাম শুনি,
শীলেদের গদাধর বিবাহ করিয়া
আজি বৌ লয়ে ফেরে।
কী বীরত্ব কাজ!
তাই এই সমারোহ, এত আয়োজন।
মাথা মোর ভক্তি ও শ্রদ্ধায়
আপনিই নত হল।
ধন্য গদাধর তুমি শীলবংশ-চূড়া!

১১। অসমছন্দ

বর্ত্তমানে কামস্কাট্‌কীয় এই ছন্দের অত্যন্ত ব্যবহার হইতেছে।

আমি ব্যাঙ্
লম্বা আমার ঠ্যাং,
ভৈরব রভসে বরষা আসিলে ডাকি যে গ্যাঙোর গ্যাং।
আমি ব্যাঙ,
আমি পথ হতে পথে দিয়ে চলি লাফ;
শ্রাবণ-নিশায় পরশে আমার সাহসিকা'
'অভিসারিকা
ডেকে ওঠে 'বাপ বাপ'।

আমি ডোবায় খানায় কাদায় ধূলায়
খাটিয়ার তলে—কিম্বা ব্যবহারহীন চুলায়,
কদলী-বৃক্ষের খোলেও কখনও রহি ;
ব্যাঙাচি রূপেতে বাঁদরের মত লেজুড়েও আমি সহি।
আমি প্রাতে ও দুপরে বিকালে ও সাঁঝে
যখন ঝিল্লী ঝাঁঝর কাননে কাননে বাজে,
গেয়ে যাই গান
'আসমান'
ফেড়ে ফেড়ে,
মিছে বলে লোক গলাটা আমার হেঁড়ে।
আমি 'শির' তুলে হেরি 'কেয়ার' করিনে কারেও,
মোরে আঁটকাতে নারে কাঁটার বেড়ার তারেও,
আমি কচুর বনের আড়ালেতে রহি মাঝে মাঝে দিই লাফ,
গিন্নী মিছাই দেখায় যে ভয়, 'সাপ ওগো ওই সাপ'।
আমি সাপেরে করিনে কেয়ার,
দাঁড়াওলা যত কাঁকড়ারা মোর এয়ার।
আমি ব্যাঙ, আমি বিদ্রোহী ব্যাঙ
আমি উল্লাসে কভু নেচে উঠি ড্যাং ড্যাং,
আমি ব্যাঙ
দুইটা মাত্র ঠ্যাং।

আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই,
আমি বুক দিয়া হাঁটি ইঁদুর ছুঁচোর গর্ত্তে ঢুকিয়া যাই।

আমি ভীম ভুজঙ্গ ফণিনী দলিতফণা,
আমি ছোবল মারিলে নরের আয়ুর 'মিনিট' যে যায় গণা ;
আমি নাগশিশু, আমি ফণীমনসার জঙ্গলে বাসা বাঁধি,
আমি 'বে অফ, বিস্কে' 'সাইক্লোন' আমি মরু সাহারার
'আঁধি'—
আমি বেদুয়ীন, আমি মহম্মদ ঘোরী,
আমি কিশোরী মেয়ের নাকের নোলক
ঢাকীদের আমি সখের ঢোলক
সৌখীন যত মডার্ণ ছেলের West End হাতঘড়ি।
আমি বেন্দা কলুর ঘানি,
আমি খোদার ষণ্ড, নিখিলের নীল খিলানে যে ক্ষুর
হানি'—
গলা'ধাক্কার ধমক' আমি যে 'ঝরণার কুলকুচি'
'দাড়িম ফাটা'র অসহ্য 'ক্ষুধা' পুঁটি মোদকের লুচি।
আমি 'ঝড়' আমি 'কড় কড় কড়', K. M. Dasএর চটি,-
মেমসাহেবের cero pearls আমি মেছুনীর আঁশবটি,
আমি যুবতী মেয়ের গলার পুষ্পহার
আমি বাসর ঘরের মশক, আমি বাসক-তোষকে ছার ;
আমি নবীন, আমি যে কাঁচা,
আমি বাহির হয়েছি ভাঙিয়া ফেলিয়া খাঁচা।
আমি 'হে বিরাট নদী' বৈশাখ আমি রুদ্র
তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহী, আমি ভাইকম শূদ্র।

আমি 'এ্যারোপ্লেন' আকাশের বুক চিরি,
'ওয়েষ্ট পেপার বাস্‌কেট' আমি গান্ধী-মার্কা বিড়ি,
আমি 'কে সি এন' * কত প্রেমিকের মান রাখি,
বাঙালী ছেলের 'নোটবই' আমি এক্‌জামিনের ফাঁকি।
আমি ভাদ্রের বান পৌষের শীত,
'ওরিয়েণ্টাল আর্ট' আমি ; আমি কালোয়াতি গীত।
কচি শিশুদের কচি দাঁত আমি প্রৌঢ়া নারীর চুল,
আমি নন্দী, গায়ত্রী আমি ঘরের কোণের ঝুল।
চতুরঙ্গের আমি জ্যাঠা মহাশয়,
জগদীশ্বর মানিনেক আমি করিনে কাহারে ভয়,
মেসের পেটেণ্ট ইলিসের ঝোল পুঁইচচ্চড়ি আমি,
আমি বেহারী চাকর, সাবিত্রী ঝি, নই আমি রামী বামী।
আমি প্রণয়ীর প্রণয়ের লিপি '*shell*' আমি 'ডিনামাইট'
ঘোর পুন্নাম নরক আমি যে, আলোমাঝে 'সার্চ্চলাইট'—
আমি ছুঁচ হয়ে হেথা সেথা ঢুকে ফাল হয়ে বাহিরাই
আমি হুঙ্কার করি প্রথমে কিন্তু শেষ কালে চুমু খাই,
আমি গান গাই
গান গেয়ে গেয়ে ছুটিয়া ছুটিয়া চলি,
আমি চলিতে চলিতে ঢলি—
বিঘ্ন বিপদ শ্যাওলার মত পদতলে যাই দলি।

---

* অর্থাৎ KCN কিনা Potassium Cyanide। আমরা যতদূর জানি Chemical formula এই প্রথম কবিতায় ব্যবহৃত হইল।

মাঝে মাঝে কভু পিছলিয়া পড়ি আমি,
প্রেমিকার প্রেম-পাশে ধরা প'ড়ে, চলিতে চলিতে থামি,
আমি থামিতে থামিতে ঘামি,
কবে 'বেহেস্তে' পহুঁছিব তাই ভাবি যে দিবস যামি।
আমার কোমল নারীর প্রাণ
নিমিষে নিমিষে পথে ঘাটে মাঠে
অকাতরে করি দান।
ওগো সুন্দরী
ওগো কিশোরী,
বেলা শেষে ওগো অবেলায়,
কটাক্ষ তুমি হেনো মোর পানে
আমি মাতি রব ছায়ানট গানে
কেলে হাঁড়ি মোর টাঙ্গায়ে রাখিব শ্যাওড়া গাছের তলায়।
ওগো প্রেয়সী, করুণা কোরো,
আমার জটাপড়া চুল ছেঁটে দেবো তাই ধোরো,
তুমি থেকো গো 'আদুল' গায়,
আমি আপনারে টেনে টেনে
'বহুত কোশিষ' মেনে
তোমারে লক্ষ্য করিয়া ছুটেছি ঠাঁই দিও ফাটা পায়।

আধুনিক কামস্কাট্‌কীয় কবিতা

কামস্কাট্‌কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচক আমার অকৃত্রিম সুহৃদ্‌ বিথলোতেলাচুংভিস্কী মহোদয় সম্প্রতি একটি পত্রে আমাকে জানাইয়াছেন যে, তিনি তথাকার শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রে আধুনিক বাংলা কবিতার একটা ধারাবাহিক পরিচয় প্রকাশ করিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও জানাইয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার ও দিলীপকুমার রায়ের কবিতা কামস্কাট্‌কায় সবিশেষ আদৃত হইতেছে; 'রায়-সরকারি' ক্লাব নামক একটি সাহিত্যিক সঙ্ঘও তথায় গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা সরকার ও রায় মহাশয়দ্বয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া শীঘ্রই তথায় লইয়া যাইবার আয়োজন করিতেছেন, এবং এবিষয়ে আমাকেও সাহায্য করিতে বলিয়াছেন। অচিন্ত্যবাবু ও বুদ্ধদেব বাবুব কবিতা তাঁহাদের ভাল লাগিলেও তাঁহারা বিস্মিত হন নাই, কারণ তাঁহাদের ধরণের কবিতা কামস্কাট্‌কীয় সাহিত্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

কামস্কাট্‌কীয় সাহিত্যের কবিতা-সম্পদ নিতান্ত অল্প নহে। কামস্কাট্‌কা জাত-কবির দেশ। এবিষয়ে বাংলা দেশের সহিত কামস্কাট্‌কার মিল আছে। কামস্কাট্‌কার গদ্য এখনও ততটা উন্নতি লাভ করে নাই সত্য, কিন্তু কবিতার দিক দিয়া এই দেশ পৃথিবীর যে-কোনও দেশের সাহিত্যের সহিত পাল্লা দিতে পারে। কামস্কাট্‌কীয় ভাষাটারই নাকি এমন ছাঁদ যে, কথার উপর কথা গাঁথিয়া গেলেই তাহা কবিতার মতো শ্রুতিমধুর হয়, তাছাড়া কামস্কাট্‌কীয়দের মনই একটু কাব্যঘেঁষা। অতি সাধারণ ঘরোয়া ব্যাপারের মধ্যেই তাহারা ইন্দ্রিয়াতীত জগতের রহস্য-সন্ধান পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে

পারে, একটি দশবৎসরের বালিকা আয়নার সাম্নে বসিয়া চুল বাঁধিতে বাঁধিতে হঠাৎ গাহিয়া উঠে—

পুন্তো পারো জিন্তো হারো
মিস্তা নারো বিস্তাসাং,
লেঙ্গু প্রোষ জিয়ং ট্রোষ
দিঙ্গা ভোস মিস্তা বাং।
তোক্কাতারো তোক্কাতারো তোক্কাতারো তি।

ইহার অর্থ—

যে নাগিনী-সম্প্রদায় কোন অজানিত বিবর হইতে বাহির হইয়া আমার মাথায় বাসা বাঁধিয়াছে, হে আমার কবরী, তুমি তাহাদিগকে বন্ধন করিতেছ, তুমি কম নও। আমি বারবার তোমার জয়-ঘোষণা করিতেছি।

অল্প পরিসরের মধ্যে কামস্কাট্‌কীয় কাব্যের ইতিবৃত্ত দেওয়া সম্ভবপর নহে এবং ইহা বিশেষজ্ঞের কাজ। আমি সে চেষ্টা করিব না। এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে, আদি কবি মিলাং হইতে অতি-আধুনিক কামট্রাকাস্ পর্য্যন্ত এই দেশে সহস্র সহস্র কবির আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে। সকলেই পৃথিবীর কাব্যসাহিত্যের সম্পদ কিছু না কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা শেক্ষপীর গ্যয়টে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিদের সহিত একাসন দাবী করিতে পারেন। কামস্কাট্‌কীয় ভাষা শিক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ বলিয়াই বহিঃপৃথিবীতে এই সকল কবির যথাযোগ্য সমাদর হয় নাই। আমাদের ভরসা আছে যে, অদূরভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবী ইঁহাদের পরিচয় পাইয়া ধন্য হইবে।

কামস্কাটকীয় কাব্য-সাহিত্যে আধুনিক যুগ আরম্ভ হইয়াছে স্বর্গীয় কবি ওরল্যাংহোর সময় হইতে। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হাতেই কামস্কাট্কার কাব্য-সাহিত্য একটা নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। ইঁহার জাতীয় কবিতা ও সঙ্গীতগুলি চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ব্লাডিভোষ্টকীয়দের সহিত যখন কামস্কাটকীয়দের যুদ্ধ হয় তখন বিজেতা ব্লাডিভোষ্টকীয়দের হাতে এই অমর কবি নিহত হইয়াছিলেন; এই কবির কাব্যকে তাহারা এতই ভয় করিত যে, কামস্কাট্কা জয় করিয়াই তাহারা সর্ব্বপ্রথমে ওরল্যাংহোর অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতা ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই কারণে ওরল্যাংহোর অনেক ভাল কবিতা আর পাওয়া যায় না। বন্ধু বিথলোতেলাচুংভিস্কীর কৃপায় আমরা ওরল্যাংহোর সামান্য কয়েকটি মাত্র কবিতা ও একটি কাব্যের ভগ্নাংশ পড়িতে পাইয়াছি।

ওরল্যাংহোর পর হইতে আধুনিকতম বর্ত্তমান পর্য্যন্ত যে সকল কবি কামস্কাট্কায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত আমাদের পরিচয় থাকা ভাল। একটু যত্ন করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সহিত আধুনিক কামস্কাটকীয় সাহিত্যের কিছু সাদৃশ্য আছে। এই সকল কবি আমাদেরই মত প্রাচীন convention অস্বীকার করিয়া চলিয়াছেন, ছন্দ ও ভাব উভয় দিক দিয়াই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমিল ও মিলহীন অসমচ্ছন্দ সর্ব্বপ্রথম কামস্কাট্কাতেই আবিষ্কৃত হয়। এবং সামান্য পাঁচ লাইন কবিতার মধ্যে গভীর অনুভূতিপূর্ণ একটি শব্দ দিয়াই তাঁহারা কবিতার জাত বাঁচাইয়া দেন। কবি বিসেঁা সাধারণ

গদ্যের মত কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু ঐ গদ্যের মধ্যেই তিনি এমন সুকৌশলে মিল বজায় রাখিয়াছেন যে, যাঁহারা নজর দিয়া পড়িবেন তাঁহারা চমৎকৃত হইবেন।

বাংলাদেশের রুচিবাগীশ সমালোচকদের মতে কামস্কাটকীয় অধিকাংশ কবিতাই অশ্লীল পর্য্যায়ভুক্ত হইবে। কুৎসিৎ কথা কোথায়ও নাই, কিন্তু মাঝে মাঝে এক একটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যাহা পাঠ করিয়া রুচিবাগীশ পাঠক চমকাইয়া উঠিবেন। কিন্তু কাব্য রুচিবাগীশদের জন্য নহে, রসিকের জন্য। এবিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আজ-কাল বাংলার সাহিত্যিক হাওয়া যেরূপ বিশুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, 'রুচি রুচি' বলিয়া যেভাবে সমালোচকের দল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছেন তাহাতে আমাদিগকে একটু সাবধান হইয়াই চলিতে হইতেছে। এই ভাবের বিশুদ্ধ হাওয়া বেশী দিন বহিতে থাকিলে চণ্ডীদাস ভারতচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের দেশে কাব্যকে বাঁচাইয়া রাখা দুরূহ হইবে। আমরা অতি ভয়ে ভয়ে শ্রীমতী মুতারিস্ক রচিত দুই একটি কবিতার অনুবাদ দিলাম, আশা করি, স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া বাঙালী পাঠক ভড়কাইবেন না।

দিস্ত্‌ওহার কবিতা যেন মূর্ত্তিমান ব্যথার কবিতা। একটা তীব্র pessimism-এর রূপ কুচাহোর সমগ্র কাব্য-সাধনার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবিষয়ে তিনি কবি যতীন্দ্রনাথ সেন-গুপ্তের সহিত তুলনীয়। শ্রীমান তুস্কো মাত্র অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক, কিন্তু এই অল্প বয়সেই তিনি রক্ত-মাংসের প্রতি যে প্রীতি দেখাইয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। বৌদা একেবারে পথিক কবি, খালি পথ চলার কথাই তাঁহার কাব্যের বিষয়।

কবর্-সঙ্গীত

(ওরল্যাংহো)

কথার উপরে কথা গেঁথে শুধু ছলনা করা,
কে শুনিবে গান, কোথা আছে প্রাণ, পচিছে মড়া ;
আমি একধারে জ্বালাইয়া বাতি,
একেলা জাগিয়া কাটাই যে রাতি,
ঘুম আসে চোখে, হা হা করে নিশি ভয়ঙ্করা।

তুষার-কবরে ম্লান দীপালোক খুঁড়িছে মাথা,
যতদূর চাই মৃত মানবের শয়ন পাতা।
দীপশিখা সম কাঁপিতেছে প্রাণ,
একা শুনি আমি, তা'রা গাহে গান—
মৃত্যু-পারের অমা-নিশীথের বিজয়-গাথা।

দূরে গ্রামপথে পোষা কুকুরের আর্ত্তস্বর,
ভীমা রজনীরে করিতেছে আরো ভয়ঙ্কর।
মৃত্যু-আঁধারে জীবনের গীতি,
পারি না গাহিতে, মনে জাগে ভীতি,
নাচে মহাকাল, খল খল হাসি দিগম্বর।

মোর চারিপাশে ওঠে প্রেতকুল কবর খুঁড়ে,
আমারে ঘিরিয়া দিল তাণ্ডবনৃত্য জুড়ে।

তাদের ছন্দ পশে মোর কানে,
এত হাহাকার তাই মোর গানে,
জীবনের গান তাই গাহি আমি মরণ-সুরে।

ডাভুষ্ঠত—
(ওরল্যাংহো)

'শোভ'পাহাড়ের পাদদেশে যেথা দেবদারু বন শেষ,*
আমার দেশের শত্রুরা সেথা ছড়াইছে বিদ্বেষ।
তোমরা এখনও কুটীরের মাঝে,
আগুন পোহাও, না মরিয়া লাজে—
চট্‌পট্‌ ওঠ, সাজ বীরসাজে
ডাকিছে তোমার দেশ,—
বুকের রক্ত কি ছন্দে বাজে লহ তার উদ্দেশ।

উনানের ধারে বসিয়া গাহিছ গভীর প্রেমের গান,
প্রেয়সীর হাতে হাতখানি রেখে কর মান অভিমান!
চুমার মূল্য আছে কি না আছে,
বিচার তাহার ক'রে নিয়ো পাছে,
শাণিত অস্ত্রে তাজা খুন যাচে
জননীর অপমান।
প্রেমের নেশায় আছ মশ্‌গুল্‌—হতভাগা সন্তান!

* এই দেবদারুবন কামস্কাট্‌কার উত্তর-সীমান্তনির্দ্দেশক

যুগ যুগ ধরে যারা নিতে চায় তোমাদের স্বাধীনতা,
তাদের রাজ্যে এখনো সজীব প্রাণের চঞ্চলতা।
যে-মুখে তোমারে দেয় ধিক্কার,
সে-মুখ এখনো ভাঙে নাই তার,
যে-ঠোঁটে ফোটায় হাসি রংদার,
বাক্যের চটুলতা—
সে-ওষ্ঠ আজো তেমনি নিটোল, থামেনি রসের কথা।

বাপের রক্ত দেহে নাই? তোরা দুধ খাস্ নাই মার?
আকাশের নীল চক্ষে তোদের ছায়া ফেলে নাই তার?
তুষার-শীতল সাগরের নীরে,
বুকের রক্ত জমে গেছে কি রে,
ভুলে গেছ ভাষা? দেশ-জননীরে—
ডাক নাই, 'মা আমার'?
শোন নাই কভু গিরি-অরণ্যে শ্বাপদের হুঙ্কার!

জননী, এখনও পুরুষে ভুলাও পরি রমণীর বেশ!
শিথিল এখনো বুকের বসন, শিথিল এখনো কেশ;
মদিরার বোঝা ফেল' চোখ হতে
ঠেলে ফেলে দাও মৃত্যুর স্রোতে,
বুকে থাকে বল, উঠে' পর্ব্বতে

দেখহ নির্ণিমেষ—
তব প্রিয়জন-রক্তে তুষার লাল হাসি হাসে বেশ।

লাল হাসি হাসে উদয়-অচলে প্রভাতের রবিকর,
এ যেন দিনের বুকের রক্ত আঁধার বক্ষ 'পর।
তুমি ওঠ জাগো, কাটিছে আঁধার,
রক্তের লাগি কাঁদে তরবার,
শত্রু-শোণিতে ধবল তুষার
কর উজ্জ্বলতর—
তুমি মর যদি, মরিও হে বীর, সে মৃত্যু মনোহর।

রণ-সঙ্গীত

(ওরল্যাংহো)

গ্রামের পথে বাজ্‌ছে ভেরী ওঠ্‌ ওরে ওঠ্‌ নেইক দেরী,
থাক্ বোতলে ভড্‌কা শেরী— শত্রু নিপাত হোক—
দ্যাখ্‌ মেলে তুই চোখ।
মুলতুবী রাখ্‌ পরবগুলো থাক্ নিভনো ঘরের চুলো,
হাত পা আছে, ন'স্‌তো মুলো তুহাতে তাল ঠোক্।
দ্যাখ্‌ মেলে তুই চোখ।
এর চেয়ে কি আমোদ আছে, মরণ বুড়ো জীবন যাচে,

মুখ রেখে কি সার্শি-কাচে গিলবি ভয়ে ঢোক্।
দ্যাখ্ মেলে তুই চোখ।
দেখা পুরুষ-বাচ্ছা তোরা, বুকে তোদের আগুন পোরা,
নেই তুনিয়ায় তোদের জোড়া, বুঝুক সকল লোক।
দ্যাখ্ মেলে তুই চোখ।

পঙ্কজ

(অজ্ঞাত)

সব বন্ধন টুটিয়া,
রাজপথে এনু চ'লে,
বন্ধন নিয়ে বাছারে
তখন আসিলি কোলে।

সামান্য ভিক্ষা

(মিলাস্কিন)

কথা তুমি নেই বা কহ,
নয়ন মেলেই চেয়ে থেকো
নেই পাঠালে বার্তাবহ
সময় পেলেই মনে রেখো।
তাতে আমার কি লাভ ক্ষতি,
শুধাও ? আমি মৌনব্রতী,
মুখে যদি জবাব মেলে
মুখের পানে চেয়ে দেখো।

মনে তোমার হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির হাওয়া যদিই লাগে,
পথের মাঝে কুড়িয়ে পাওয়া অনেক দিনের অনুরাগে—
চিত্ত যদি রাঙিয়ে ওঠে,
নাই যদি বা ভাষা জোটে,
মলিন হাসি ফুট্‌লে ঠোঁটে,
রুমালে সেই হাসি ঢেকো।

ছাগল-ছানা

(অজ্ঞাত)

দুয়ার পাশে দাঁড়ায়ে ছিল বালা
আকাশ পানে আপন মনে চেয়ে,
পথে তখন পথিক ছিল নাকো,
শুধাই আমি, 'কহ গ্রামের মেয়ে,
করছ কি আজ বৃষ্টি-ঝড়ের ভয় ?
অনেক দূরে হবে আমায় যেতে—'
ম্লান হাসিয়া কহে গ্রামের বালা,
'ছাগল-ছানা চরতে গেছে ক্ষেতে,
এখনো যে ফির্‌ল না তাই ভাবি,
বাড়ীতে আর পুরুষ কেহ নাই।'
'মেয়েরা কেউ ?'—'সবাই গেছে হাটে,
একলা আমি বিপদ গণি তাই।'

গৃহের পথে হ'ল না আর চলা,
বাহির হ'লেম ছাগল-ছানার খোঁজে,
কি হ'ল আর নাই বা কহিলাম,
সে সব কথা রসিক জনেই বোঝে।

তুষার-লিপি

(শ্রীমতী মুন্তারিষ্ক)

ভাসিয়া আসিছে তুহিন শীতল স্রোতে,
তুষারের চাপ উত্তর মেরু হতে—
দেখ দেখ সখি, কি লিপি তাহাতে লেখা,
গেছে প্রিয়তম হ'ল আজ কতদিন,
খরতর রোদ জ্যোৎস্নার মত ক্ষীণ—
ব্যাধ বেশে মোরে চমকি দিল না দেখা।
শ্বেত ভালুকেরা তুষারের গুহা-কোণে,
প্রেম শেষ ক'রে খেলে বাচ্ছার সনে—
একেলী আমার কাটে না দীর্ঘ রাতি।
বুকের রক্ত বুকে হয়ে গেল জল,
হ'লনাক হায় স্তনদুধ নিরমল,
আজো ভুলি নাই শিয়রে রাখিতে বাতি।
শুধু পশুলোমে তপ্ত হয় না দেহ,
সাথীহারা স্বরে হাহাকার করে গেহ,

সখি দেখ দেখ, তুষারের স্রোতধারা,
ঝাঁপ দিয়ে পড়ি করিস্ না সখি মানা,
আছে বুঝি ওতে, গন্ধপরশ জানা—
নাই যদি তবে ভেসে এল কেন তারা ?

কৈফিয়ৎ

(শ্রীমতী মুতারিহ্ব)

দুপুর বেলায় গিয়েছিলেম গাঁয়ের হাটে
সহজ ঠাটে,
সারাটা পথ একলা গেলাম, কেউ ছিল না
তুষার-বাটে।
সত্যি মাগো, একলা যেতে
করছিল ভয়,
কেউ ছিল না ওৎটি পেতে
জিজ্ঞেসাও নয় !
ডাকেনি কেউ, সত্যি মাগো, বাঁশীর রবে
সুরের স াটে,
মিথ্যা তোমায় বলেছে কেউ কি দেখেছে
তুষার-বাটে !
মিথ্যে তুমি দেখছ মাগো! এমন ক'রে
গায়ের জামা,

ফিরে এলেম পিঠে নিয়ে দুই-মণী সেই
বেতের ধামা !
এমন ক'রে একলা আমি
যাব না আর—
খাব না আর দিবস-যামী
খোঁটা তোমার !
কেমন ক'রে বুঝবে তুমি কি দুখে মোর
রাত্রি কাটে !
হায়রে যদি সত্যি হ'ত, পেতেম দেখা
তুষার-বাটে !

লীলা

(আইভানোভিচ্)

এক দুই তিন চার, নাহি যায় গণা,
তবু ভরিল না চিত্ত,
নূতনের লাগি তবু অসহ্য পিপাসা !
কে আড়ালে বসি'
মনে নিত্য জাগাইছে ক্ষুধা—
তৃপ্তি পাব কিসে তার দেয় না সন্ধান ;
আমি খুঁজে' মরি।

এক পাত্রে করি পান, জ্বলে' মরি দুঃসহ জ্বালায়,
শান্তি খুঁজে' ভিন্ন পাত্র পানে পুনঃ করি হস্ত প্রসারণ।—
অর্থহীন লীলা!

ভুল

(বিসোঁ)

রাত্রি গভীর, স্তব্ধ সড়ক, তবু কাহার শব্দ পায়ের,
বক্ষে আমার হবেই বুঝি, চক্ষে আমার নিদ্রা নাহি।
দূরে কোথায় বাজছে বাঁশী, সুরে আমার মন কাঁদিছে,
মনের ভুলে দরজা খুলে বাহির হলেম একলা পথে;
মনে হ'ল ছায়ার মত ঢাকিয়া কায়া অন্ধকারে,
পল্লীবালা লক্ষ শত অভিসারের যাত্রী বুঝি।
নিকটে যেতে মিলায় ছায়া, অজানা ফুল গন্ধ বিলায়—
লজ্জা হ'ল, ফিরিয়া ঘরে, শয্যা'পরে বসনু একা।

সহজ

(বিসোঁ)

উত্তীর্ণ হয়েছে সন্ধ্যা, বন্ধ্যা অন্ধকার ঘিরিয়াছে দিগ্বিদিক,
প্রান্তরের মাঝে অশান্ত নেকড়ের দল পাছু নিল আসি।
অন্ধকারে বুকে চাপি সন্তানেরে, মুখে তার চাহি নির্ণিমিখ
রাখিল স্নেহের কোণে, দ্বিধাহীন; অন্যমনে ম্লান হাসি হাসি

কহিল চালকে, মর্ত্ত্যলোকে সব চেয়ে প্রিয় মোর যাহা কিছু
সঁপিনু তোমায়। সবিস্ময়ে দেখিল চালক, অপলক আঁখি
রমণী নামিল ভূমে, লাগিল ছুটিতে ; শ্বাপদেরা নিল পিছু।
ধন্য হ'ল বন্য সে প্রান্তর, জননীর পূত বক্ষরক্ত মাখি'।

অশ্রুহীন

(দিস্তু্ ওহা)

জন্ম যে দিন নিয়েছি সে দিন নিতান্ত অকারণে
কেঁদেছিনু, আজ কারণের নাই শেষ ;
সাগরের জল জমিয়া কঠিন, জলধারা আঁখি-কোণে
জমাট বেঁধেছে—নয়ন নির্ণিমেষ !

অসময়

(শ্রীমতী আলুস্কা)

তুষার-বিছানো মাঠখানা ধূ ধূ করে,
তারি মাঝখানে অলস দ্বিপ্রহরে
একেলা দাঁড়ায়ে, স্মরণে উদিল মম,
আমি অভাগিনী, নাহি মোর প্রিয়তম।
রিক্ততা মাঝে রিক্ত হৃদয়টিরে
কে দেখালে মোরে নির্ম্মম করে ছিঁড়ে,

সহসা চমকি দেখিলাম এক ঠাঁই,
রক্তের ধারা জমাট তো বাঁধে নাই।
কার উপহাস ভাবিতে লাগিনু মনে,
দুঃসহ শীতে গোলাপ ফুটেছে বনে।

কপি-আলু-সীম

(কুচাহো)

রন্ধন হয়েছে সুরু, পাচক অলক্ষ্যে আছে বসি'
ধরণী-কটাহে করে অপরূপ ব্যঞ্জন রন্ধন,
পাচক জানে কি কভু, আলু কপি কি ব্যথা-আতুর,
সীমের বক্ষের মাঝে ভাষাহীন ভাবের স্পন্দন!
তপ্ততর হয়ে উঠে ধরণীর মৃত্তিকা-কটাহ,
উলটি পালটি দেয়, দগ্ধ হয়, সিদ্ধ হয় সবে,
কোথা নিমন্ত্রিত জন, আসিয়া পৌঁছেনি আজো তারা;
তাড়া নাই, রান্না চলে ধীরেসুস্থে নিশ্চিন্তে নীরবে।

ভ্রান্ত

(কুচাহো)

হায়, মানুষের মন,
পাপীর লাগি' প্রভু সদাই ফেরেন পথে পথে,
গির্জ্জা-ঘরে কিসের আয়োজন!

প্রহরী ফেরে ধরিতে চোর,
চোরেরো দেখি লেগেছে ঘোর,
ধরিবে প্রহরীরে।
ফিরিছে ব্যাধ শিকার খুঁজে
শিকারও দেখি চক্ষু বুজে
ব্যাধের খোঁজে ফিরে।
হায়, মানুষের মন,
প্রভুরে চাও, পতিতালয়ে হাজিরা দাও তবে,
কিম্বা খোঁজ শৌণ্ডিকভবন।

মরীচিকা

(হ্যাড্‌লফ)

কঠিন তুষার শীত অবসানে
নরম হইল কাদার মত,
বসন্তরূপী যৌবন এল
তবু ভাঙিল না কঠোর ব্রত।
কখন সহসা হ'ল ভূকম্প,
কি সে আলোড়ন বক্ষমাঝে,
যুগল পাহাড়ে সমতল ভূমি
সাজিল সহসা নূতন সাজে।

তুষার-ধবল বক্ষ-অচল

তুমি তারি মত অটল রহ,

শীতান্তে সখি, সুদূর হইতে

আসে নাই কোনো বার্ত্তাবহ?

পরশে তাহার বুকের শিখরে

কালো-সবুজের বসেনি মেলা,

গলে নাই মন, সাগরের পানে,

ভাসে নাই তব দেহের ভেলা!

কেন এ কঠোর তপস্যা সখি,

ফুল ফুটায়েছে রিক্ত তরু,

বুক-ওয়েশিসে ঠাঁই দাও মোরে

ভিতরে জ্বলুক ধূ ধূ ধূ মরু।

স্থূল

(হ্যাড্‌লফ)

হে চঞ্চলা,

ভালো নাহি লাগে আর তব ছলা-কলা,

মিথ্যা প্রলোভন।

মন মোর স্বপ্ন দেখে, দেহ মাগে শোণিত-তর্পণ।

পারি বুঝিবারে—

সূর্য্যে কেন জ্বলে লোহা বাষ্পের আকারে,

গিরিশির বিলীন নির্ঝরে,
গাছে ফোটে পুষ্প থরে থরে।
জাগিছে আমার দেহে হিংস্র পশু-ক্ষুধা,
দূর হ'তে বিলাইছ সুধা,
সে সুধা সঞ্চিত থাক্, যবে—
দেহ মোর তৃপ্ত হয়ে, নিঃস্ব রিক্ত হবে—
বায়ুভুক্ সম—
ধরা দিয়ে ধরা নাহি দিয়ো, হে নির্ম্মম।
আজি মোর প্রসারিত কর,
দূরে থেকো সরে থেকো যদি লাগে ডর।

স্বরূপ

(লেভিন)

কারে তুমি বাস ভাল, হে প্রেয়সী,
যে গৃহে তোমারে আমি ঘরণী করিয়া,
রক্ষা করি বাহিরের সব বিঘ্ন হ'তে—
সেই গৃহ?
তোমারে সঙ্গিনী করি, দিয়ে মোর নামের সম্মান
সমাজে যে ঠাঁই দিনু, ভালবাস তাই?
মোর দেহ-শক্তি-সার তোমারে আশ্রয় করি'
ফলায়েছে যে ফসল, তারে বাস ভালো?

ভালবাসো এই দেহখানা ?
এই মন ? তোমারে ঘিরিয়া নিত্য যে রচে স্বপন,
নাই যা তোমার, সে সম্পদে তোমারে সাজায়ে
মহিমা বাড়ায় তব।
আমি যে পুরুষ, শুধু এই সত্য জানি
বদ্ধ তুমি মোর কাছে ?
হায়, মিথ্যা প্রশ্ন করি—
আমি ভালবাসি শুধু আমার কল্পনা—
দেহ নাই রূপ নাই তার।
তুমি ভালবাস তাই, যাহা তব লাগে ব্যবহারে,
ধন্য সৃষ্টি বিধাতার !

সত্য বর্ত্তমান

(তুস্কো)

পতঙ্গে শিখাও ব'সে আলো শুধু কয়লার গ্যাস,
বাষ্পাকারে মলিন কার্ব্বণ,
'মেদ-মাংস-রক্ত'—মোরে মিথ্যা কহ যত সব ট্র্যাস্,
—'নারী-দেহ আত্মার বন্ধন !'
শুনেছি এ সব কথা, নিতান্তই ভেজাল পুরানো,
লেখা আছে জব-সমাচারে,
রক্ত-মাংস তথ্য যদি শাস্ত্রবৎ সত্য বলি জানো,
মাংসে কে সাজায় অলঙ্কারে !

অ্যাডাম সাজাল ইভে, তার পর ইভের নন্দিনী,
সাজিয়াছে অপরূপ সাজে,
কভু নগ্ন ; কভু হ'য়ে স্নকৌশলে বসনে বন্দিনী,
লজ্জা দিল আপনার লাজে।
বৃথা তর্ক, আমি চিনি বর্ত্তুলিত বক্ষ মাংসময়,
লাজরাঙা নিটোল কপোল,
আর জানি, এই বস্তু নিত্য বা শাশ্বত কভু নয়,
অতএব করিয়ো না গোল।

স্পষ্ট

(ভূস্কো)

তোমারে বক্ষেতে টানি আচম্বিতে করিনু চুম্বন,
করিলে না মানা—
তারপর কি ঘটিবে, মৃত্যুবৎ নিশ্চিত তখন,
ছিল কি অজানা ?

সন্দেহ

(অজ্ঞাত)

ভাবিতেছিল বালা,
বিবাহ যবে হয়নি তখন
ফুট্‌ত কি ফুল কাননে,
গাঁথ্‌ত সে কি মালা।

—

চিরন্তন পথিক

(বোঁদা)

একদা দুর্য্যোগ দিনে অন্ধকারে পথ চিনে,
যে আলয়ে নিলাম আশ্রয় ;
যাত্রাশেষ অনুমানি, কেমনে তা নাহি জানি,
বাঁধি সেথা আপন আলয়।
সহসা পড়িল মনে, চরম শান্তির ক্ষণে,
আরো পথ রহিয়াছে বাকী,
আপনি রচিয়া মায়া আশ্রয় করেছি ছায়া,
মিথ্যা তাহা স্বপ্ন ভুল ফাঁকি।
টুটিয়া বন্ধন তাই পুনঃ পথে বাহিরাই
কোথা যাই না পাই উদ্দেশ,
তবু একা পথ চলি, গিরিদরি বনস্থলী—
আজো পথ হয় নাই শেষ।
মিলেছে আশ্রয় কত শ্রান্ত দেহ আশাহত,
সে আশ্রয় ফেলিয়াছি পিছে,
পিছনের অন্ধকারে চাহিতে পারি না হা রে
সুমুখে কে আমারে টানিছে।
কত দ্বিধা কত ভুল, কত কাঁটা কত ফুল,
থমকিয়া থামা আন্‌মনে,
আবার জাগিয়া ওঠা, পাগলের মত ছোটা,
ভঙ্গ আজো দিই নাই রণে।

বোঁদা পর্য্যন্ত আসিয়া কামস্কাট্‌কার আধুনিক কাব্য-সাহিত্য সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। তারপর অতি-আধুনিক যুগ। এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি কানৃষ্ট্রাকাস্‌ আজিও বিপুল বিক্রমে কামস্কাট্‌কার কাব্য-সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছেন। আধুনিক ও অতি-আধুনিকদের মধ্যে এভাবে পার্থক্য-রেখা টানা যায় কি-না, অনেকে সন্দেহ করিবেন। কিন্তু বিচারের প্রয়োজন আছে।

মাইকেলের 'মেঘনাদ-বধ' কাব্য

(পদ্যানুবাদ)

—ওহে শুন্‌ছ ?

হন্‌ হন্‌ ক'রে পার্ক সার্কাসের দিকে চলেছি, হঠাৎ ফিরিঙ্গী কবর-খানার কাছে পেছন থেকে কে একজন হেঁকে বললেন,—ওহে শুন্‌ছ ? পরণে শতছিন্ন 'সেলারে'র কোট-প্যান্ট, চাপদাড়ি, প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

ভারী বিরক্তি বোধ হ'ল। একে ভাদ্র মাসের গুমোট গরম, তার ওপর খানিক আগেই একটা উকীলের চিঠি পেয়েছি—আমার কোন্‌ লেখায় নাকি এক বেঁটে টেকো লোকের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মৃগীর ব্যায়রামের কথা লেখা হয়েছে, উলুবেড়ের রামহরি লস্কর অপমানটা গায়ে পেতে নিয়ে শাসিয়েছেন—বিশ হাজার টাকার খেসারৎ না দিলে তিনি মানহানির মামলা আনবেন ; রামহরি লস্করের দ্বিতীয় পক্ষের শ্যালক থাকেন পার্ক সার্কাসে, চলেছিলাম তাঁরই সন্ধানে, হঠাৎ পথে এই বাধা !

একটু থেমে মুখ না ফিরিয়েই বল্‌লাম, কে মশাই আপনি ? দেখ্‌ছেন বিশেষ কাজে চলেছি, অম্‌নি পিছু ডেকে বস্‌লেন ? তা'ছাড়া, সম্পূর্ণ অপরিচিত ভদ্রলোককে 'তুমি' বলেন কোন্‌ সাহসে ? আচ্ছা অভদ্র তো আপনি !

দু পা এগিয়ে যেতে না যেতেই আবার ডাক শুন্‌লাম,—মিনিট দু' তিন দেরী করতে পার না ?

স্বরটা ভারী করুণ ঠেক্‌ল। ভালো জ্বালায় পড়লাম যা হোক্‌ !

—কি বলবেন চট্‌পট ব'লে ফেলুন।

—নরেন্দ্র দেবের ঠিকানাটা ব'লে দিতে পার?

'মেঘদূতে'র অনুবাদ পড়া ইস্তক নরেনদা'র ওপর ভারী শ্রদ্ধা হয়েছিল। বল্‌লাম, তা আর পারি না? নরেনদা' কালীঘাটে থাকেন।

—কালীঘাটে? তা হ'লে আর হ'ল না।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। চম্‌কে উঠ্‌লাম।

—হতাশ হয়ে গেলেন যে! ব্যাপারটা কি বলুন তো? নরেনদা'র খোঁজ কেন?

—দরকার ছিল। কিন্তু কালীঘাটে তো যেতে পাব না। আমি খ্রীষ্টান হয়েছিলাম।

তা চেহারাতেই মালুম হচ্ছিল। বল্‌লাম, কালীঘাট নয়, তিনি থাকেন ঠন্‌ঠনে কালীতলার কাছে।

—সে একই কথা। নরেন্দ্র দেবকে একদিন এদিকে আন্‌তে পার? আমার বিশেষ দরকার।

এ বলে কি? পাগলের পাল্লায় পড়লাম না তো! বল্‌লাম. এদিকে তিনি আস্‌বেন কি দুঃখে? তাঁর নামে তো আর কেউ—যাক্ গে, কি দরকার আমাকে বলুন। আমি তাঁকে খবর দিতে পারি।

এই সুযোগে নরেনদা'র সঙ্গে যদি দেখাটা হয়ে যায় মন্দ কি!

ভদ্রলোক করুণ কণ্ঠে বল্‌লেন, আমি একটা কাব্য লিখেছিলাম—

বাপ রে! আর অপেক্ষা করা ঠিক নয়। কোট-প্যাণ্ট, চাপদাড়ি আর কাব্যের combination মারাত্মক! হয় তো আমাকেই কাব্য শোনাতে চাইবে!

বল্‌লাম, মিথ্যে চেষ্টা। নরেনদা' বলেছেন, 'ভারতবর্ষে' তাঁর কোনও হাত নেই। হরিদাস চাটুয্যে যা হুকুম করেন, জলধর-দাদা

তাই ক'রেই খালাস। আপনি বরঞ্চ হরিদাসবাবুর কাছে বইটা নিয়ে যান। পছন্দ হ'লে 'ভারতবর্ষে'—

ভদ্রলোকের মুখে ম্লান হাসি দেখা গেল। বল্লেন, ছাপার জন্যে নয়। সে অনেক দিন ছাপা হয়ে গেছে।

—সমালোচনা? সম্পাদকের নামে রেজেষ্ট্রী ক'রে এক কপি—দু' কপি হ'লেই ভাল হয়—

—তাও নয়। সমালোচনাও ঢের হয়েছে।

—তবে কি? গুরুদাস লাইব্রেরীকে এজেন্সী দেবেন?

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন।

—তাও না? আমি পা চালাতে সুরু করলাম।

—আর এক মিনিট! নরেন্দ্র দেবকে কি একবার খবর দেবে যে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর খোঁজ করছিলেন?

যুগপৎ ক্রোধ ও বিরক্তিতে মন ভ'রে গেল। সকাল বেলায় ভালো পাগলের পাল্লায় পড়লাম যা হোক! একটু হেসে বললাম, বেশ, বেশ, তা বলব। আপনার ঠিকানাটা?

ভদ্রলোক কাছে সরে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন; বরফের মতো ঠাণ্ডা! এবার ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। ভালো করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম—মাইকেলই বটে। আমার মূর্চ্ছার উপক্রম হ'ল। কাছাকাছি লোকজনও কাউকে দেখলাম না। ভয়ে ও সম্ভ্রমে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বললাম, মাপ করবেন, চিন্‌তে পারিনি। অজ্ঞানতে অনেক অশিষ্টতা করেছি।

মাইকেল ম্লান হাসি হেসে বললেন, না না, রাগ করব কেন? তুমি তো না জেনে করেছ, জেনে-শুনেও অনেকে অনেক অপমান করেছে, সব সয়েছি। রাগ করবার পথ তো আমি রাখিনি।

ভারী লজ্জা হ'ল। কথাটা পাল্টাবার জন্যে বল্লাম, আপনি কি মেঘনাদবধের কথা বল্ছেন?

—হ্যাঁ। অনেক পরিশ্রম ক'রে বইটা লিখেছিলাম, কিন্তু কেউ পড়লে না। দেবেনবাবুর ছোট ছেলে পড়েছিলেন, কিন্তু তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। তাই ভাবছিলাম, নরেন্দ্রবাবু যদি ওর একটা অনুবাদ করেন আর হরিদাসবাবু ছবি-টবি দিয়ে ছাপেন তাহ'লে—

অবাক হয়ে বল্লাম—ও তো বাংলায় লেখা, ওর আবার অনুবাদ?

—বাংলা হ'লেও বড় শক্ত বাংলা। ছন্দটাও একঘেয়ে, অমিত্রাক্ষর—এ যুগে একেবারে অচল। তাই বল্ছিলাম যদি আজকালকার চটুল ছন্দে—

আমার লোভ হ'ল। মাথা চুল্কে বল্লাম, যদি অনুমতি করেন, আমিও একটু আধটু কবিতা লিখে থাকি। আমার 'পথ চল্তে ঘাসের ফুল'টা প'ড়ে দেখবেন। অনুবাদ নয়, কিন্তু ধরণটা—

মাইকেল আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বল্লেন, অগত্যা। বেশ, চেষ্টা ক'রে দেখ। তবে নরেন্দ্র দেব হ'লেই ভাল হ'ত।

মাইকেল আমার ডান হাতটা ধ'রেছিলেন, হাতটা তখনো অসাড় ছিল। হাত নাড়্বার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে অভিমানের সুরে বল্লাম, বেশ, পছন্দ না হয়, ছাপব না। তবে আমার আশা আছে—

—'মেঘদূতে'র মতো ক'রে ছেপো কিন্তু। ওই যে কি কাগজ বলে তোমাদের—তাতেই! আর লেখা হ'লেই আমাকে একবার দেখিও। ওইখানে খোঁজ কোরো।

মাইকেল দূরে তাঁর কবরটা দেখালেন। ব্যস্, কোথায় কি! ট্রামের ঘণ্টায় চকিত হ'য়ে উঠলাম।

রামহরি লস্করের শ্যালকের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেল। বাড়ী এসে জীর্ণ 'মেঘনাদ-বধ'খানা বের ক'রে অনুবাদ করতে বসলাম।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খানিকটা অনুবাদ হয়ে গেল। নরেনদা'র অনুকরণে নানা ছন্দে লিখেছিলাম। জিনিষটা কেমন দাঁড়াচ্ছে দেখাবার জন্যে সেদিনই বিকেলে একবার মাইকেলের কবরখানায় হাজির হ'লাম। কা কস্য পরিবেদনা! সেই চিরপরিচিত—

দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধি-স্থলে—

ক্ষণকাল ছেড়ে ঝাড়া দু'ঘণ্টা কাল সেখানে মশার কামড় খেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কোথায় মাইকেল? মাটি আর পাথরের ঢিবি!

তবু লেখা যখন হয়েছে, ছাপতে দোষ নেই। খ্রীষ্টান হ'লেও মাইকেলের আত্মা ছিল, তার হয় তো তৃপ্তি হবে। মাইকেলের যদি আবার দেখা পাই গোটা মেঘনাদ-বধখানার অনুবাদ শেষ ক'রে কিছু পয়সা খরচ ক'রে ছবি-টবি দিয়ে ছাপিয়ে, বিয়ে আর শ্রাদ্ধের উপহারের উপযুক্ত ক'রে বের করব। নইলে এই পর্য্যন্তই।

আমার কেরামতি দেখাবার জন্যে মূল কবিতাটি প্রত্যেক কবিতার সঙ্গে ফুটনোটে দিলাম। কিন্তু মাইকেল কি দেখতে পাবেন?

মেঘনাদ-বধ কাব্য

প্রথম সর্গ

—এক—

সমুখ আহবে
প'ড়ে আহা, যবে,
সেরা বীর ভবে
বীরবাহু সে,
ধরণীর কোলে
ত্যজি দেহ-খোলে,
প্রাণ তার চ'লে
গেল বেহুঁসে
নেহাৎ অকালে
যমের মহালে ;
কোন্ সে ছাওয়ালে
রক্ষঃপতি,
রাঘবের অরি,
কহ বাগীশ্বরী
ভেজে পুনঃ করি
সেনা-সারথী ? (১)

(১) সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ হে দেবি অমৃত-ভাষিণি !

—দুই—

কোন্ সে কৌশলে কহ
মেঘনাদে, অহো অহ!
রাক্ষস-ভরসা ইন্দ্রজিতে,
অজেয় যে এ জগতে
তারে নাশি' কোন্ মতে
ঊর্ম্মিলার বিলাসের মিতে
ইন্দ্রের ভাঙিল শঙ্কা,
কাঁদাইল স্বর্ণলঙ্কা,
বিবরিয়া কহ সুচরিতে। (২)

—তিন—

তোমার চরণ-পদ্ম-ফুলে
কর্‌ছি নতি,
লজ্জা কি মা, বল্‌ছি খুলে,
মন্দমতি

কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃ-কুলনিধি
রাঘবারি ?

(২) কি কৌশলে রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে— অজেয় জগতে—
ঊর্ম্মিলা-বিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা ?

নেহাৎ আমি, তোমায় আবার
ডাক্‌ছি সতি,
ভুজ দুখানি শ্বেত যে তোমার
হেই ভারতি! (৩)

—চার—

বসিলে যেমন মাতা, বাল্মীকির রসনাতে
(যেন স্বচ্ছ সরসীর বিকশিত পদ্মপাতে !)
গহন কাননমাঝে যবে শরে খরতর
ক্রৌঞ্চ-বধূসহ ক্রৌঞ্চে বিধি কৈল জরজর
নিষ্ঠুর নিষাদ সেই, তেমতি এ দাসে মাতা
কর দয়া এস এস মসীময়ী হোক খাতা! (৪)

—পাঁচ—

এ ভব-মণ্ডল মাঝে
মহিমা তব কেই বা জানে!
রত যে জন চৌর্য্য-কাজে
সেই নরাধম নরের প্রাণে,

---

(৩) বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি!

(৪) যেমতি, মাতঃ বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতরশরে গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চ-বধূসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর সতি।

তোমার প্রসাদ পরশ লেগে,
মরণ-ভীতি গেল ভেগে,
মৃত্যুঞ্জয়ী উঠ্‌ল জেগে,
উমাপতি শিব শ্মশানে !
হে বরদে, তোমার বরে
কবি যে চোর রত্নাকরে,
সুচন্দন গন্ধ ধরে
বিষের তরু, শোভা দানে।
পুণ্য তেমন নাই মা দাসে,
গুণ কিছু নাই তবু আশ এ,
মা যে অধিক ভালবাসে
মূঢ়মতি কুসন্তানে ! (৫)

—ছয়—

উর তবে উর দয়াময়ি,
বিশ্বরমে, উর উর অয়ি !

---

(৫) কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে ?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি !
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি ! তোমার পরশে
সুচন্দন বৃক্ষ শোভা বিষবৃক্ষ ধরে।
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি। জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক !

গাইব গম্ভীর মহাগীতি,
বীররস-সরোবরে তিতি ;
দাসে দেহ দেবি, পদছায়া
কল্পনা-মধুকরী বুলাও মায়া।
কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে রচে মৌচাক এ দীন মধু,
গৌড়জন নিরবধি যাহে,
মধুপান সুখে কাল অতিবাহে। (৬)

—সাত—

স্বর্ণময়সিংহাসনে
বসে দশানন বলী,
হেমকূট হৈমশিরে
তেজঃপুঞ্জ শৃঙ্গাবলি।
পাত্রমিত্রসভাসদ
চৌদিকেতে শত শত,
স্ফটিকে গঠিত সভা
নাহি ভবে তার মত।

---

(৬) উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব মা, বীররসে ভাসি
মহাগীত ; উরি দাসে, দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবী তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

তাহে শোভে রত্নরাজি,
যেন মান-সরোবরে,
সরস কমলকুল
বিকশিত থরে থরে। (৭)

—আট—

শ্বেতরক্ত নীল পীত স্তম্ভসারি চারিভিত
উচ্চ স্বর্ণ ছাদে ধরি রহে,
বিস্তারি অযুত ফণা দেখায়ে আদরপনা
ফণীন্দ্র যেমতি ধরা বহে। (৮)

—নয়—

ঝুল্‌ছে ঝালর ঝলমলিয়ে
মুক্তা হীরা পান্না নিয়ে।

---

(৭) কনক আসনে বসে দশানন বলী
হেমকূট হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্রমিত্র আদি
সভাসদ নত ভাবে বসে চারিদিকে।
ভূতলে অতুল সভা স্ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।

(৮) শ্বেত রক্ত নীল পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণ ছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে।

(যেমন) মুকুল-ফুলে পল্লবেরে
ব্রত-বাড়ীতে দেয় ঝুলিয়ে। (৯)

—দশ—

ক্ষণপ্রভা সম
হাসিল মুহুমুহু,
রতন হ'তে বিভা
ঝলকি' আঁখি, উহু! (১০)

—এগার—

চামর চারু, চারু-লোচন কিঙ্করী ঢোলায়—
চন্দ্রাননা আনন্দে ভুজ-মৃণালটি দোলায়। (১১)

—বার—

ছত্র ধরে ছত্রধারী, হরের কোপানলে,
দগ্ধ মদন আবার যেন দাঁড়ায় সভাতলে। (১২)

---

(৯) ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ মরকত হীরা; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে।

(১০) ক্ষণপ্রভা সম মুহু হাসে
রতনসম্ভবা বিভা ঝলসি নয়নে।

(১১) সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা।

(১২) ধরে ছত্র ছত্রধর, আহা,
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধররূপে!

—তের—

ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতিখানি
পাণ্ডবশিবিরে যথা রুদ্রেশ্বর শূলপাণি। (১৩)

—চৌদ্দ—

মন্দ মন্দ আনিছে গন্ধ বহি,
বসন্তবায়ু চিরদিন রহি রহি,
রঙ্গে রঙ্গে কাকলী লহরী আনে
গোকুল-বিপিনে বাঁশী যেন বাজে কানে। (১৪)

—পনর—

হে ময়দানব, কি ছার ইহার কাছে,
ইন্দ্রপ্রস্থে তব হাত গড়িয়াছে
সভামণিময়, তুষিবারে পৌরবে,
তার চেয়ে এই সভা বড় গৌরবে। (১৫)

(১৩) ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি,
পাণ্ডবশিবিরদ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি!

(১৪) মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি
অনন্ত বসন্ত বায়ু রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী লহরী, মরি মনোহর যথা
বাঁশরী স্বরলহরী গোকুল-বিপিনে।

(১৫) কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে।

—ষোল—

সভায় বসে বাক্যহীন রক্ষঃকুলপতি,
পুত্রশোক্কে ঝরছে আঁখি অবিরল সে অতি,
ভিজ্‌ল বসন, চোখের জলে, যেমন তীক্ষ্ণস্বরে,
আঘাত পেয়ে-চুপ-সে কাঁদে সরস তরুবরে। (১৬)

—সতের—

কর দুটি জোড় করি ভগ্নদূত সম্মুখে দাঁড়ায়,
ধূলিধূসরিত অঙ্গ, আর্দ্র তদ্‌ শোণিত-ধারায় ।
বীর বাহু সহ যত
বীর যোদ্ধা শত শত
সমরে হইল রত—
একমাত্র বাঁচে বীর হায়—
কালস্রোতে সবে গ্রাসে বহুক্লেশে সেই প্রাণ পায় (১৭)

---

(১৬) এ হেন সভায় বসে রক্ষঃ-কুলপতি
বাক্যহীন পুত্র-শোকে। ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে কাঁদে নীরবে।

(১৭) কর যোড় করি
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত ধূসরিত
ধূলায়। শোণিতে আর্দ্র সর্ব্বকলেবর।
বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণ-সাগরে, তাসবার মাঝে
একমাত্র বাঁচে বীর ; যে কাল-তরঙ্গে
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—

—আঠার—

বেঁচে ফিরে এল রক্ষ

নাম তার মকরাক্ষ,

কহে যেন রাজ-যক্ষ

নিদারুণ সব বাক্য। (১৮)

—উনিশ—

দূতের মুখে শুনি প্রিয় সুতের নিধনকথা

নৈকষেয় রাজার মনে জাগ্‌ল গভীর ব্যথা ;

রাজার দুখে সভার লোকে দুঃখী হ'ল সবে—

জগৎ আঁধার ঘন মেঘে সূর্য্য ঢাকে যবে।

কতক্ষণে চেতন পেয়ে বিষাদে শ্বাস ছাড়ি

মনের কথা কইল রাজা রাবণ রাঘবারি। (১৯)

—কুড়ি—

ওরে দূত,

নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা রে,

অমরবৃন্দে যার ভুজবলে কাতরায়,

---

(১৮) রক্ষা করিল রাক্ষসে—

নাম মকরাক্ষ যে, বলে যক্ষপতি সম।

(১৯) এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,

হায়, শোকাকুল আজি রাজকুল-চূড়ামণি

নৈকষেয়! সভাজন দুঃখী রাজদুঃখে।

আঁধার জগৎ মরি, ঘন আবরিলে

দিননাথে! কতক্ষণে চেতন পাইয়া

বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলা রাবণ—

ওরে দূত,
রাঘব-ভিখারী রণে বধিল কি তারে ?
ওরে দূত,
ফুলদল দিয়া শেষে কাটিল কি হায়—
শাল্মলী তরুবরে সে কি বিধাতারে ?
ওরে দূত ! (২০)

(২০) নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
রে দূত ! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সেই ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে ! ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?

পুরস্কার

ছিন্ন শাড়ীর পাড় প্রাণহীন নিঃসাড়,
প'ড়েছিল শবাকার পটলডাঙ্গার মোড়ে ;—
বাঙলার ইবসেন কবি শিহরণ সেন
হাওয়া খেতে চলেছেন অভ্যাস-মত ভোরে।
লাল পাঞ্জাবী গায়ে সবুজ ষ্টকিং পায়ে,
ভোরের স্নিগ্ধ বায়ে উড়িছে চাদর নীল—
গায়ে খড়ি, চুল কটা, আঙুলে আংটি ছটা,
তখন প্রভাত নটা ; ঢুঁড়ি কবিতার মিল
শব্দারণ্য মাঝে, অতি অপরূপ সাজে
চলেছেন কবি, লাজে লাজিছে কিশোরী যত
পাড়ার ;—জানালা আড়ে কবিরে নেহারি ঠারে
নিজ পতি-দেবতারে নিন্দিল কত মত !
ঊর্দ্ধে চাহিয়া কবি চলেছেন যেন ছবি
ভারতীয়, মরু গবি যেন সেই পথখানি ;
বিশ্ব-ব্যথার গানে খিল ধ'রে আসে প্রাণে,
সঘন চুরুট টানে চোখে বাহিরায় পানি।
মিল খুঁজে ভাবাকুল আঁখি দুটি ঢুলুঢুল
খাড়া হ'য়ে ওঠে চুল ভাব-বিদ্যুৎ ছুঁয়ে।

দেহ-দীপশিখা-ভাগে
বেদনা, বেহাগরাগে
"আমারে বেসেছে ভালো
বিশ্বের যত আলো-
স্বপনে খেয়েছে চুমা
মিলেছে প্রেমের ভূমা,
থমকি, চমকি চায়—
ভাঙা হুঁকাটির প্রায়
যেন হংসের ছানা
কাটিয়া বানাল 'খানা' ;
ধূলায় রয়েছে প'ড়ে,
এল কি শরৎ-ভোরে
হায় বিধি নিদারুণ,
দিলে কেন ? ডাহা খুন
অতীব যতন মানি
বক্ষে লইল টানি—
নয়নে বন্যা বহে,
কবি মনে মনে কহে—
ধিক্ নিষ্ঠুরা নারী
আজ ফেলিয়াছে ছাড়ি,
সলিতা পাকায়ে হায়,
ছাঁকিল চা পেয়ালায়,

বাসা বাঁধিয়াছে কাগে ;
বাহিরায় চুঁয়ে চুঁয়ে—
রোগা মোটা সাদা কালো
করা কামিনীর কুল,
কত রাধা কত উমা,
পীরিতি-বারিধিকূল ;
পথে গড়াগড়ি যায়,
ছিন্ন শাড়ীর পাড়।
ফুটা ফুস্ফুসখানা,
যেন পাঁজরার হাড়
পটলডাঙ্গার মোড়ে ;
শ্রাবণ-মেঘের কালো।
ভাব-গালে কালিচুন—
এর চেয়ে ছিল ভালো
হাতে তুলে পাড়খানি
নিখিল-ব্যথার কবি।
ডুবিয়া কাব্য-দহে
"ব্যথা ব্যথা ব্যথা সবি
যার ছিল এই শাড়ী—
শত টুক্‌রায় ছিঁড়ে ;
পোড়াল দীপশিখায়
অথবা পাকাল বিঁড়ে ;

সেলাই করেছে ছুঁচে,
ফেলিয়াছে নাহি পুঁছে,
অথচ সে একদিন
আছিল অঙ্গে লীন ;
ছিল এরি অঞ্চল !—
ভরপূর ছল ছল
ব্যথিত যখন হিয়া
আঁখিজল মুছি নিয়া
ভয়-কম্পিত-মনে
যখন সংগোপনে
বাঞ্ছিতজনে কেহ,
ভুলিত পতির গেহ,
তখন খেলিত নাকি ?
নিমেষ ভুলিয়া আঁখি
আঁচলে চাবির ছড়া—
বার-দরজার কড়া
অফিস-ফেরত স্বামী
চকিতে নীচেতে নামি
শেষে যবে নিরুপায়
দূরে ওই চমকায়
ব্যথিত প্রেমিকজন
শোনা যাবে ঝন্ ঝন্

ন্যাতা ক'রে ঘর মুছে
হায়রে নারীর মন !
এই শাড়ী ফিন্ ফিন্
বক্ষের আবরণ
যবে হৃদি চঞ্চল
প্রণয়-পীড়ন-সুখে।
এরি খুঁটখানি দিয়া
কাঁদিত মনের দুখে !
বাতায়নে নিরজনে,
হেরিত ঘোম্‌টা আড়ে
কাঁপিত সে তনুদেহ
বিদ্যুৎ পাড়ে পাড়ে
তখন কি থাকি থাকি
চাহিত না অনিমিখ !
ভুলে যেত নড়াচড়া
করিত কি তারে দিক্ !
বাহিরে উঠিত ঘামি
খুলিয়া দিত কি দ্বার !
সরে যেত নারী হায় !
শাড়ীর একটু পাড় ;
খুঁজিত শুভক্ষণ—
আঁচলের চাবি বাজে—

বঁধু ফেরে তাকে-তাকে,
ঘোমটার ফাঁকে ফাঁকে
শাড়ী মেলিবার ছলে
অধীর বক্ষতলে
টুটিত ঘোম্‌টা-পাশ
একটু দীর্ঘশ্বাস—
শুধু আঁখি-কোণ দিয়া
দূর হ'তে 'প্রিয়-প্রিয়া'
শাড়ী হ'ত সহকারী
হইত বিধুরা নারী
সেই শাড়ীখানি কি না
প'ড়ে আছে গীতহীনা
হায় নারী নিরদয়া,
কিম্বা পরেছ নয়া-
ধিক্ তোমা শতবার
টুটিবে অহঙ্কার
মিলাবে রূপের রাশি
তখন রবে না হাসি
এতেক কহিয়া কবি
দাঁড়াইল যেন ছবি
দূরে কাছে বাতায়নে
হেরে প্রফুল্ল মনে

বধূ-আঁখি খোঁজে তাকে
দিনের নিত্য কাজে।
ছাতে যবে নারী চলে
নাচিত শোণিত-ধারা—
খুলিত বক্ষবাস,
হায় হায় গৃহ-কারা!
মিলিত যুগল-হিয়া
চোখে চোখে দূর-ভোগে—
ছাতেতে গোপন-চারী
মনে মনে মনোযোগ!
ছিন্নতন্ত্রী বীণা
পথের ধূলায় আজি!
প্রেম কি লভেছে গয়া?
শাড়ী নব সাজে সাজি!
দিনু অভিশাপ-ভার,
এই ছেঁড়া শাড়ী সম
হবে সুরহীন বাঁশী
ওগো নারী নিরমম!"
শাড়ীর পরশ লভি
নির্ব্বাক অনিমেষ;—
পাড়ার যুবতী জনে
কবির মোহন বেশ।

শুনি খিল খিল হাসি মরমে লাগিল ফাঁসী
হৃদয়ে বাজিল বাঁশী ভুলিল শাড়ীর পাড়—
আবেগে তাকাল যাই, মাথায় পড়িল ছাই,
বলে কবি, 'ছিছি ভাই, এই কি পুরস্কার !"

রাজার হুকুমে পথে পথে তারা বেদনা ঢোঁড়ে

ব্যথার তাড়নে হতাশ তরুণ লিখিছে ছড়া,
বেদনা খুঁজিয়া ঠুক্‌রিয়া ফিরে সারাটা ধরা।
গায়ে ওড়ে খড়ি, চোখে লোহু পানি—
ঘন ঘন শ্বাসে ছেঁড়ে 'ছিনাখানি',
ব্যথা ব্যথা শুধু, সারাটা দুনিয়া ব্যথায় ভরা!—
ব্যথার সায়র, শুধু মিলিল না কল্‌সি-দড়া।

মায়ে বৌদিরে তাড়া দিয়ে খেয়ে উদর পূরে'—
ব্যথার 'ডিপো'য় চলেছেন কবি কলেজ ঘুরে'।
দুনিয়ার যত ব্যথিতের দল—
মিলিয়া সেথায় ক'রে কোলাহল,
কেহ ছড়া কাটে, কেহ গান গায় সুরে বেসুরে;
চায়ের পেয়ালা বিড়ি ও চুরুট কত যে ওড়ে!

ব্যথা-সম্রাট্ ব'সে র'ন সেথা কী সমারোহে!—
ব্যথাহত দলে ডাকিয়া সহসা কাতরে কহে,

"অলিতে গলিতে যাও হে তোমরা—
দুনিয়ার যত ব্যথার ভোমরা,
সদরে গোপনে যত ব্যথা আছে চুষে এস হে।
পতিতার ব্যথা, ব্যথা বিধবার পতি-বিরহে।

"পতির গেহেতে সতী বুকে কত বেদনা বহে,
অজানার প্রেমে কুমারী কত না বেদনা সহে,
দেখে এস ব্যথা মুটেমজুরের—
কাছের বেদনা বিরহে দূরের,
মদের বোতলে ছিপি-আঁটা কত ব্যথা যে রহে,
লেখ কথা-গাথা, ডুব দিয়ে এসে অশ্রুদহে।"

রাজার হুকুমে পথে পথে তারা বেদনা ঢোঁড়ে,
ভাত আগুলিয়া হেথা ঘরে মাতা মাথা যে খোঁড়ে!
বাতায়ন আড়ে কাঁদে বিরহিণী—
ঘর ছেড়ে কোথা কাঁদিছে রোহিণী!
মজুরাণী কোথা ছেলে ফেলে আছে বোতল ধ'রে,
পাটের কলেতে হয়েছে মজুর সিঁধেল চোরে।

শহরের শোকে হা-হুতাশ করে গাঁয়ের মাটি,
প্রজার মাথায় পড়িছে কোথায় রাজার চাঁটি,

প্রেয়সী রমণী কোথা যেন কার—
ঘরে বাঁধা প'ড়ে করে সংসার।
কুলী মজুরের ব্যথা দূর করে মদের ভাঁটি ;
সমাজ কোথায় আছে আগুলিয়া সুখের ঘাঁটি।

পথে যেতে যেতে আনমনে ফিরে চাহিল ও কে,
পাহাড়-প্রমাণ ব্যথামাখা তার দুইটি চোখে!
মনে ভাবে কবি, চিনি বুঝি চিনি—
বুঝি ও-পাড়ার মুখি-গোয়ালিনী?
বেরাল কোথায় কেঁদে ফিরে যায় মাছের শোকে,
কার ভগিনীরে কে দিল কোথায় ফুলের 'বোকে'!

'নামহীন কামশিশু'রে জননী করে না মায়া—
পথের মজুর নাহি পায় হায় গাছের ছায়া।
বৌদি কোথায় দেবরে তাহার—
ভুলায় না দেহে তুলিয়া বাহার,
নিশা-শেষে কোথা গড়াগড়ি যায় তবলা বাঁয়া,
কোন্ আলিসায় শুকায় কাহার ইজের সায়া!

মাটি কেটে কোথা হয় পথ ঘাট, পাটের কল,
কোথা সাঁকো-বাঁধা ব্যথায় কাঁদিছে নদীর জল।

পাড়ার ঝিয়েরা কে জানে কোথায়—
আধ-ধরা দিয়ে ছল ক'রে যায়,
সারা তুনিয়ায় থৈ থৈ ব্যথা, নাহিক কূল !
ব্যথা দেখে দেখে ফিরিল ব্যথিত কবির দল।

ক্ষুধার ব্যথায় নাড়ী চুঁই চুঁই, কি করে কবি—
'ডিপো' তেয়াগিয়া ঘরে এল যেন ব্যথার ছবি !
'হায় হায়, ছি ছি, এ কি অবিচার'—
তুবেলা কবির চাই যে আহার,
কলেজের ফিস্, জুতা ও বস্ত্র, নাপিত ধোবি,
আয়না চিরুণী ট্রামের পয়সা চাহি যে সবি !

দাদা তাড়া দেয়, তাড়া দেয় মাতা, 'পারিনে আর !'
কবির বেদনা কেহ কি বোঝে না, কি অবিচার !
মিছে কি সমাজ-সংসার পিছে,
কবিরা সকলে আগুন জ্বালিছে ?
মিছে কি লেখায়, 'বেদিয়া' সাজিয়া হানিছে মার ?
বুকে কি বৃথাই বহিছে ধরার বেদনা-ভার !

মনোদর্পণ

(মনস্তত্ত্বমূলক একাঙ্ক গীতিনাট্য)

—কুশীলবগণ—

কবি—'অল-তরুণডাঙ্গা ব্যথিক ক্লাবে'-এর একজন বিশিষ্ট সভ্য, অবিবাহিত, এখনো ছাত্র। কবিপ্রতিভা উত্তরে হ্যারিসন রোড, দক্ষিণে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, পূর্ব্বে ঢাকার পল্টনের মাঠ ও পশ্চিমে লক্ষ্মণাবতী বা লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

নারী—স্থানীয় ভদ্রমহিলা, 'এ টি বি সি'র সভ্যদের সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয় না থাকিলেও তাহাদের অত্যধিক প্রীতির উচ্ছ্বাসে ত্যক্ত-বিরক্ত। এই সভার সভ্যদের নিকট ইনিই চিরন্তনী নারীর প্রতীক।

ফকীর—সন্ধ্যার পরে কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া 'যাহা মুশ্‌কিল—তাঁহা আসান' গাহিয়া বেড়ায়।

[স্থান—তরুণডাঙ্গা। কাল সায়ংসন্ধ্যা। কবি ক্লাব-ঘরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। পথে লোকচলাচল কিছু কম। রাস্তায় গ্যাসের আলো সবেমাত্র জ্বালা হইয়াছে। ক্লাব-ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ]

কবি ॥ (স্বগত) চানাচুরআলা হানা দিয়ে যায় দূরে,

পলকের মাঝে জ্বালা হ'ল গ্যাসালোক—

ব'সে ব'সে সারা এ মরু সাহারাপুরে
বাতায়নবনে ফুটিল না কালো চোখ !
এখনো এ পথে এলো না প্রেয়সী শশী
বেথুনের 'বাস' পাশ দিয়ে গেল কই ?
আর কত খন আনমনে রই বসি—
উড়ে যায় শোকে হৃদি-মড়ায়ের ছই ।

[পথের উপরের একটি বাড়ীতে ইলেকৃট্রিক আলো জলিয়া উঠিল, কবির ব্যগ্র চক্ষু সেদিকে দেয়ালের গায়ে গজালের মত নিবদ্ধ হইল, কবি চশমাজোড়া খুলিয়া রুমালে মুছিয়া আবার পরিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে গান ধরিলেন]

ওকি ওই দূর্ গগনে
উদিল সোঁদাল্ শশী ?
জ্যোছনা জরিণ-শাড়ী
ভূতলে পড়্ল খসি ?
চিপা ওই গলির বাঁকে
পোলারে নিয়ে কাঁখে
চাহিল ঘোম্‌টা ফাঁকে—
না জানি কোন্ প্রেয়সী !
বল্‌ছি—

[এমন সময় 'নারী' বড়রাস্তায় ট্রাম হইতে নামিয়া গলির মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । কবি তাঁহাকে দেখিয়া চকিত হইয়া গান থামাইলেন]

কবি ॥ (স্বগত) আপনার মনে ছিনিমিনি খেলি,
বিকিকিনি সারাবেলা—
বুকের তলায় কখন পড়িয়া গুঁড়াবে দেহের ঢেলা,
বুঝিতে পারি না ঠিক,
মৃত্যু আঁধার তখনই ঘনায় আঁখি যবে অনিমিখ।
আমি যবে ছিনু আন্‌মনা,—তুমি মন্‌-বনে দিলে 'পাড়া'
কুসুম-দলন ব্যথায় শিহরি উঠিনু লক্ষ্মীছাড়া!
ছিনু তন্দ্রার ঘোরে—
সান্দ্র আঁধারে নিঃসাড়ে এসে আঘাত করিলে দোরে।
এই গোপনতা নহেক তোমার আমি যে তোমার লাগি
অতন্দ্র নভে শুকতারা সম পথ 'পরে একা জাগি।

নারী ॥ (স্বগত) ভালো জ্বালাতন কর্‌লে যা হোক—
আচ্ছা ছিনে জোঁক!
গিল্‌তে যেন চাইছে মোরে,
ক্যাঁকড়া-হেন চোখ!

[কবি এদিক ওদিক চাহিয়া পথ নির্জ্জন দেখিয়া মাথা চুলকাইয়া নারীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন]

কবি ॥ অনেক দূরে গিয়েছিলেন বুঝি—
বেরিয়েছিলেন হ'ল অনেক ক্ষণ,
পথে কোথাও কষ্ট হয়নি কিছু—
বদন-কমল দেখায় বি-বরণ!

নারী ॥ (স্বগত) আঃ মলো যা—আচ্ছা বিপদ দেখি।

[পরে একটু মজা করিবার ইচ্ছায়]

নারী ॥ একটু ক্লান্তি বেড়িয়ে এলেই হয়—
আপনি হেথায় একলা যে আজ ব'সে?

কবি ॥ দেখ্‌ছি আমার জানেন পরিচয়।
অনেক দিনই দেখেছি দূর হ'তে—
আলাপ করার ছিল অনেক লোভ;
ক্লাবের সভ্য কেউ ত আজ আর নাই,
তাতে আমার নেইক কোন ক্ষোভ।
একটু দাঁড়ান প্রাণ খুলে আজ দেখি—
দেখার অন্ত হবেই না তা জানি,
আজকে আমার বড়ই কপাল জোর—
একটু দাঁড়ান, দেখি বদনখানি—

[একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে কবির মহান্ ভাবাবেশ হইল, স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া তিনি ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন]

কবি ॥ নিজেরে জানো না ওগো অপরূপা নারী;
সুমুখে দাঁড়াও রে মোহিনী মনোহারী,
জড়-দর্পণে নিজেরে দেখেছ তুমি;
কি ছায়া ধরিল মনোদর্পণ-ভূমি,
ক্ষণেক দাঁড়াও, তোমারে শোনাই সখি—

নারী ॥ (স্বগত) দেখি এ বাঁদর কত যেতে পারে বকি' !

কবি ॥ তোমারে নেহারি সখি মন-মুকুরে—
গাগরী মিথুন ভাসে বুক-পুকুরে।
শিখীর কলাপ তোমারে ঘিরিয়া আছে,
দেখিতে পাও কি তোমার আয়না-কাচে ?
সাড়ীতে তোমার ঝলিছে উদয়তারা,
ও কেশ-কলাপে নবঘন জলধারা—

নারী ॥ ভাল ভাল বেশ, শুনিয়া হলেম খুসী—
(স্বগত) ঘরে গিয়ে বাছা খাও খোল আর ভূষি !

কবি ॥ কবির নয়নে নারীর গোপন রূপে—
উশীর শিহরি ভরে প্রতিরোমকূপে।
হে নারী ললিতা, ওগো নারী নিরুপমা—

নারী ॥ আসি তবে আজ, করুন আমারে ক্ষমা।

কবি ॥ দেখেছ কি মোরে নয়ন মেলিয়া হায়,
বুকে কত ব্যথা পলে পলে মূরছায়—

নারী ॥ মনোদর্পণে আমিও কি যেন দেখি—
আর কেহ হবে কিম্বা আপনি সে কি ?

কবি ॥ দেখেছ, হে সখি, মোরে বিবরিয়া কহ,
স্মরণে রাখিব তব কথা অহরহ।

নারী ॥ মন-আয়নায় আপনারে হেরি, কবি
লেজ-বিশিষ্ট শাখা-হরিণের ছবি।

চোখেতে চশমা এই জোড়াটাই বটে,
কেন হেন ছবি ভাসে মোর মন-পটে ?
হৃদয় আমার করিল কি প্রতারণা !

কবি ॥ থাক্‌রে নিঠুরা, আমি আর শুনিব না।

নারী ॥ (ব্যঙ্গের সহিত)
আমার পিছনে পেখম দেখেছ ?—নয় ?
তব পিছে আমি হেরি তব পরিচয়,
জড়দর্পণে নিজেরে দেখেছ তুমি
ধরে এই ছায়া মনোদর্পণ ভূমি !
(স্বগত) ছি ছি ছি তোমরা এমনি বাঁদর জাতি,
উচিত শাস্তি তোমাদের মুখে লাথি।

[সরোষে প্রস্থান]

[আহত কবির দূরায়মানা নারীর দিকে অনিমেষে চাহিয়া থাকিয়া সহসা 'ব্যথা, ব্যথা, ব্যথা,' বলিয়া আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করণ, পতন ও মূর্চ্ছা]

ফকির ॥ যাঁহা মুস্কিল তাঁহা আসান—
রাখ্‌খো ইয়াদ সব ইন্‌সান।

কচ ও দেবযানী

(অতি-আধুনিক সংস্করণ)

[স্বর্গের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া দেবগুরু বৃহস্পতিপুত্র কচ পিতার আদেশে ও দেবগণের অনুরোধে সঞ্জীবনী-বিদ্যা শিখিবার জন্য মর্ত্ত্যে আগমন করেন। নগর কলিকাতা তখন সকল বিদ্যার ডিপো ছিল। তথায় গমন করিয়াও কচ প্রথমটা সঞ্জীবনী বিদ্যার সন্ধান পান না। নিরুপায় হইয়া কচ এক কলেজে আই.এ. পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হন ও এক হোষ্টেলে অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে লোক-পরম্পরায় তিনি জানিতে পারেন যে, মর্ত্ত্যের শ্রেষ্ঠবিদ্যা হইতেছে গণবিদ্যা, সঞ্জীবনী বিদ্যা অনেক নিম্নস্তরের। এখানে দেবযানীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় ও তাঁহাকেই গুরু করিয়া কচ মর্ত্ত্যের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করেন। শুক্রাচার্য্যের উল্লেখ মর্ত্ত্যপুরাণে নাই।

এদিকে, দেবগুরু বৃহস্পতি কচের উত্তরোত্তর ব্যয়বাহুল্য ও লিপি-কার্পণ্য দেখিয়া ও স্বর্গগত মর্ত্ত্যজনের নিকট তাঁহার বেচালের কথা অবগত হইয়া একটি দেবকুমারীর সহিত কচের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলেন এবং তাঁহার মাতার সাংঘাতিক অসুখ এই মিথ্যা ওজুহাত দেখাইয়া তাঁহাকে স্বর্গে ফিরিবার জন্য টেলিগ্রাম করেন। কচের তখন 'ল কোর্স' সমাপ্ত হইয়াছে। দেবযানীর নিকট হইতে বিদায়কালীন ব্যাপার নিম্নে লিখিত হইল। বলা বাহুল্য, কচের বিবাহ স্বর্গে খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল ; কচ তের হাজার টাকা পণ পাইয়াছিলেন। পাঠকদের অবগতির জন্য ইহাও জানাইতেছি, যে,

বিবাহের অত্যল্পকাল মধ্যে কচের পত্নী ভীষণ রোগাক্রান্ত হইয়া বারবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন কিন্তু অমরী বিধায় তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। কচ পত্নীর রোগের ওজুহাতে পুনর্ব্বার বিবাহ করেন। সম্প্রতি ঢাকায় আবিষ্কৃত একটি উৎকীর্ণ প্রস্তর-ফলকে এই পৌরাণিক আখ্যানটি পাওয়া গিয়াছে।]

কচ ॥ দেহ আজ্ঞা, দেবযানী, পিতৃলোকে দাস
করিবে প্রয়াণ। আজি মর্ত্ত্যলোকবাস
সমাপ্ত আমার। প্রসন্নবদনে দেবি,
দেহগো বিদায়; তোমার চরণ সেবি,
যে বিদ্যা লভিনু, তাহা যেন চিরদিন
স্মরণে বিরাজে—যেন তব ভক্ত দীন
মর্ত্ত্যের এ বিদ্যা মহীয়সী স্বর্গলোকে
বহি' নিয়া, তব স্মৃতি, প্রেমাশ্রু-পুলকে
হৃদয়ে ধরিয়া রাখে। কর আশীর্ব্বাদ,
তব কাছে শিক্ষা পাওয়া এই গণবাদ
চির দিন স্বর্গলোকে রহুক উজল
মার্ত্তণ্ড কিরণ সম।

দেবযানী ॥ হয়েছে সফল
বাঞ্ছা তব ওহে সৌম্য, মর্ত্ত্যের অমৃত
সযত্নে আহরি তুমি হইয়াছ প্রীত,
ফিরিতেছ পিতৃলোকে আজি সগৌরবে;
দেবাঙ্গনাগণ স্বর্গে প্রতীক্ষিছে সবে,

কণ্ঠে হুলুধ্বনি, মাল্য ও চন্দন হাতে
উৎকণ্ঠিত। কহ সত্য বিদায়-বেলাতে
সকল বাসনা তব পরিপূর্ণ আজি ?
কামনা অস্ফুট কোনো ওঠে না কি বাজি
গোপন অন্তরে তব ? দেখ অবগাহি।

কচ ॥ সকল কামনা পূর্ণ, আর কিছু নাহি।

দেবযানী ॥ কিছু নাই ? না, না, সখা, অন্তরের কথা
কহ সত্য করি। এই বিদায়-বারতা
শুষ্ক কটু অতি।

কচ ॥ হায়, মানব-নন্দিনী !
মনে জাগে পুঞ্জীভূত অনেক কাহিনী,
থাক্ তাহা আজি, সখি।

দেবযানী ॥ এ পঞ্চবৎসর
নিতান্ত যে ছিল তব দাসী অনুচর,
ভুলিবে তাহারে যদি, যাইও ভুলিয়া।
কিন্তু যে কুটীরখানি দুয়ার খুলিয়া
তোমারে বুকের মাঝে টানিয়া যতনে,
স্তিমিত আলোকে কত স্বপন-বপনে
তুষিয়াছে চিত্ত তব, তারে যাবে ভুলে ?
স্বর্গে গিয়ে এ মর্ত্ত্যের বিস্মৃতির কূলে
ঠেলিয়া ফেলিবে তারে ?

কচ কভু ভুলিব না,
নিত্যকাল বুকে মোর এ অনুশোচনা
জ্বলিবে তুষাগ্নি সম—চলিলাম ছাড়ি,
মর্ত্ত্যের অমৃতগন্ধী এই তব বাড়ী,
ক্ষুদ্র সুখ-নিকেতন।

দেবযানী ॥ এই শয্যা মম
ঘর্ম্মক্লিন্ন বিমলিন কঠিন নির্ম্মম,
তবু হেথা দিবসের কর্ম্ম-অবসরে
যখন আসিতে তুমি তাপিত-অন্তরে—
মেলিয়া সে ব্যগ্র বাহু লইত টানিয়া
তোমারে আপন বক্ষে, বলিতে হাসিয়া,
'দুগ্ধ-ফেননিভ শুভ্র সুরভি শয়নে
নন্দনের, শান্তি নাহি চাই, হে শোভনে,
এত এ মধুর শয্যা—'

কচ ॥ সব মনে আছে।
পারিজাত-দলাকীর্ণ শয্যা এর কাছে
তুচ্ছ অতি ; কতদিন মধ্যাহ্ন বেলায়
আসিয়াছি পাঠ ত্যজি যে অবহেলায়,
মনে পড়ে তাহা ; ডাক দিত বারে বারে,
'এস এস মোর বক্ষ 'পরে।' সে শয্যারে
ভুলিতে পারি না। হে আমার পরিচিত
বহুবল্লভের বহু স্বপন-বাঞ্ছিত

শয্যাখানি, এই মোর অন্তিম মিনতি,
এত কাল তোমারে যে করিল আরতি—
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে, তব সুগন্ধি মোহন
জাগ্রত ব্যথিত বক্ষে করি আহরণ
মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে রাত্রে ; তারে ভুলিয়ো না।
কত পান্থ গৃহহীন ভাবুক উন্মনা
এর পরে আসিবে হেথায়, স্নেহভরে
ব্যগ্র বাহু প্রসারিয়া ওবক্ষের 'পরে
টানিও সবায়। কত ছাত্র কত দিন
আসিবে ফেলিয়া পাঠ্য পুঁথি, দীনহীন
ভিক্ষুকের মত লভিতে দুর্লভ শিক্ষা।
অয়ি শয্যা মনোরমা, এই মম ভিক্ষা
তব কাছে, তাহাদেরে দিও স্নেহচ্ছায়া,
শুধু রেখো মোর প্রতি বিন্দু তব মায়া।
জানি আমি সন্ধ্যা যবে আসিবে ঘনায়ে
গণবিদ্যা-অভিলাষীদল মৃদু পায়ে
লুকাইয়া মুখ পরস্পরে, ভিড় করি
দাঁড়াইবে রাজপথে, ইষ্টনাম স্মরি,
চক্ষু দুটি মুদি পশিবে কুটীর মাঝে
তস্করের মত তারা, শিহরিবে লাজে
মহাজন-পদচিহ্ন হেরি অঙ্কে তব ;
তবু জানি, মানিবে তোমারে অভিনব।

শুনিবে তাহারা চারিদিকে কোলাহল
বিছাইয়া তব বক্ষ 'পরে নিরমল
দেহ। দেখিবে এসব চিত্র ; তারি মাঝে
এ পুরানো বন্ধু যেন স্মরণে বিরাজে।

দেবযানী ॥ মনে রেখো এই মোর মেনি বেরালেরে
স্বহস্তে কাটিয়া লেজ করেছিলে বেঁড়ে
একদা যাহারে।

কচ ॥ মিষ্ট মিউ মিউ ধ্বনি,
চিরদিন বাজিবে শ্রবণে, জেনো ধনি।
কভু ভুলিব না। মাঝে মাঝে তুমি যবে
মাতিতে পাশের ঘরে উদ্দাম উৎসবে,
আমি একা ব'সে ব'সে চটিতাম শেষে—
মিউ মিউ করি মেনি মোর কাছে এসে
করিত কত না খেলা ; ভুলিতে কি পারি।

দেবযানী ॥ কত পান, কত সোডা জোগাল দেওধারী
ভুলিবে কি তাহা ? কত বিড়ি কত সিগারেট,
হাস্যমুখে বহুবার দিয়ে গেছে ভেট,
যদিও নিয়েছে মূল্য।

কচ ॥ সে পানের দোনা,
সেই হাসি-হাসি মুখ কভু ভুলিব না।

দেবযানী ॥ এ পাড়ার সকলের প্রিয় হরি খুড়ো,
চপ্ কাটলেট বেচে হইয়াছে বুড়ো

এইখানে। কতদিন মন্ত্য-অনুপানে
তারি চপ্ কাটলেটে অমৃত-বাখানে
প্রশংসিলে ; সযত্নে তাহার হাতে রাঁধা
কারীমাংস।

কচ ॥ এ হৃদয় সেথা আছে বাঁধা
খোঁটায় গরুর মত।

দেবযানী ॥ পড়্শীর দল
তোমারে দিয়েছে সঙ্গ ; করি কোলাহল
বেদনার আবর্জ্জনা তব চিত্ত হ'তে
ভাসায়ে দিয়েছে তারা কলহাস্য-স্রোতে।
তুমি সখা তাহাদের ছিলে অতি প্রিয়
স্বর্গে গিয়ে তাহাদের স্মরণে রাখিও।

কচ ॥ টগর ডালিম কালো পুঁটি বিনোদিনী,
চিরদিন রবে তারা মরম-সঙ্গিনী—
তোমারে ঘিরিয়া মম অন্তর মাঝারে।
তাহাদের প্রীতি মোর অশ্রুর পাথারে
দূর স্বর্গধামে, সখি, জাগিয়া রহিবে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সম। তাদেরে কহিবে,
স্বল্প আনন্দেরে যারা মোর জীবনের
সঙ্গ দানে করেছে মধুর, তাহাদের
স্মৃতি, কভু মুছিবে না।

দেবযানী ॥ দেখ আরবার,
তিক্ত হোক্ মিষ্ট হোক হউক অসার—
আর কারো স্মৃতি তব হৃদয়-গহ্বরে
ম্লান দীপালোক সম—

কচ ॥ চিরদিন ধ'রে
প্রদীপ্ত ভাস্বর সম উজ্জ্বল সে স্মৃতি,
ব্যর্থ স্বর্গে দহিবে আমারে নিতি নিতি।
ক্ষম মোরে দেবযানী, গুহ্য সে বারতা
অন্তরের, থাক্ তাহা।

দেবযানী ॥ সেই অধীরতা
আজো মনে পড়ে। হয়েছে উত্তীর্ণ সন্ধ্যা,
শ্রাবণ গহন রাত্রি, ধীরে ধীরে বন্ধ্যা
অন্ধকার আবরিল দিগ্বিদিক্, তুমি
প্রবেশিলে ধীরে—ছোঁয় কি না ছোঁয় ভূমি
চরণ তোমার; উন্মাদ আগ্রহভরে
ভেবেছিলে মাটি বুঝি কাঁপে থরে থরে।
হাতে পুঁথি একখানি, কি তাহাতে লেখা
আজো তাহা সখা মোর হয় নাই শেখা—
মর্ত্যনারী আমি।

কচ ॥ তুমি প্রসাধন-শেষে
আলুলিয়া কেশপাশ—মালা বাঁধি কেশে,

কালো জ্যাকেটের 'পরে নীলাম্বরীখানি,
মুখে ঘন-প্রজ্জ্বলন্ত সিগারেট টানি
ছিলে রসালাপমত্ত টগরের সাথে ;
যেমনি দেখিনু তোমা গ্যাসের আভাতে
রহিনু চাহিয়া কত মুগুধ বিস্ময়ে,
মনে হ'ল অকস্মাৎ এরি পরিচয়ে
লভিব দুর্লভ বিদ্যা, যাহার লাগিয়া
নিরত তপস্যা মম, যে বিদ্যা মাগিয়া
আসিনু স্বর্গের শিশু এ মর্ত্ত্য-নিবাসে।
বক্ষে টানি নীলাঞ্চল ধীর মৃদুভাষে
কি কহিলে নাহিক স্মরণ।

দেবযানী ॥ পুছিলাম,
'কতক্ষণ রবে তুমি, কত দিবে দাম ?'

কচ ॥ স্বপ্নসম মনে হয় সে দিনের কথা,
কেন নিরবিলে সখি ?

দেবযানী ॥ পেলে যেন ব্যথা
অকস্মাৎ, মূঢ়সম মোর পানে চেয়ে
কহিলে, 'ভিতরে চল।' বৃষ্টি এল ছেয়ে,
মুহুর্মুহু বজ্রপাতে তন্দ্রামগ্ন দিশি
ক্ষণে ওঠে চমকিয়া ; অন্ধকারে মিশি
প্রবল শ্রাবণ-ধারা নামিল ধরায়,
আর কিছু মনে নাই।

কচ ॥ ধীরে ধীরে, হায়,
গুরু করিলাম তোমা তুমিও অজ্ঞাতে
ধরণীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যা লাগিলে শিখাতে।
যত দিন যায়, পুঁজি মোর হ'য়ে ওঠে ভারী,
অমৃত-আস্বাদ দিলে তুমি মর্ত্ত্যনারী
দেবের নন্দনে। মনে জেনো সুলোচনে,
কৃতজ্ঞ পথিক তোমা রাখিবে স্মরণে।

দেবযানী ॥ দূর হোক কৃতজ্ঞতা,—আর কিছু নাই?
কোন দিন সন্ধ্যাকালে বাজেনি সানাই
চিত্তে তব, মোর এই কুটীর স্মরিয়া?
দেহ মন ক্লান্ত যবে পড়িয়া পড়িয়া,
বিদ্যাভারাক্রান্ত তব রুক্ষ মাথাখানি
আপন বক্ষের মাঝে কে লইত টানি
সপ্রেম আগ্রহে; সখা, পরম সোহাগে
বসিয়া নিশ্চিন্তে কেবা তব বাম ভাগে
শিথিল বাহুটি দিয়া ধরিত জড়ায়ে
কম্বুকণ্ঠখানি তব—কে দিত পরায়ে
গলায় গ'ড়ের মালা, চরণেতে জুতো?
ভিন্ন কাজে ব্যস্ত তবু করি নানা ছুতো
কে আসিত বারবার তোমার সমীপে।
চঞ্চল বাতাসে কেবা নিবাইয়া দীপে

পুষ্পিত লতার মত বিকশিয়া দেহ
উজাড় করিয়া দিত যত প্রেম-স্নেহ
তোমার উন্মুক্ত বক্ষে, আশ্লেষে চুম্বনে।
চমকি জাগিয়া উঠি প্রভাত কিরণে
দেখিতে কাহার মুখ। প্রতিদিন সাঁঝে
কে দাঁড়াত দ্বারপাশে ফেলি সব কাজে
তব প্রতীক্ষায়। কতদিন এই ঘরে
কাটায়েছ বিনিদ্র রজনী অঙ্ক 'পরে
কার? শ্রাবণ নিশীথ কত, জ্যোৎস্নাময়ী
শারদ যামিনী—বরষার জল থৈ থৈ
বসন্তের উন্মাদ পবন—হিম-ঢাকা
হেমন্তের দিন—শীতে মুদে-আসা-পাখা
সায়াহ্ন মাঘের—এ সবের মধু-স্মৃতি
কার স্মৃতি সাথে মিশে জাগাইছে প্রীতি
অতীত দিনের?

কচ॥ আছে তাহা মর্ম্ম মাঝে,
বাহিরে টানিয়া তারে অপমানে লাজে
ধিক্কৃত করিতে চাহি না ক'।

দেবযানী॥ জানি সখে,—
তোমারে দেখেছি আমি প্রেমের আলোকে
সহজ সরল—তবে, কাজ নাই প্রিয়—

স্বর্গে ফিরে গিয়ে, যুগ্ম প্রেমে রমণীয়
স্বর্গ হোক ধরা।

কচ ॥ নহে, নহে দেবযানী।

দেবযানী ॥ কেন নহে? সুদুর্লভ প্রেমে অবমানি
কে কোথায় সাধিয়াছে কর্ত্তব্য আপন?
আমি জানি মন তব, জানি অনুক্ষণ
তোমার নিগূঢ় চিত্ত আমারে খুঁজিয়া,
ফিরিতেছে—একবার দেখহ বুঝিয়া
চিত্ত আর তব চিত্ত নাই।

কচ ॥ শুচিস্মিতে,
সাতটি বৎসর ধরি এ মর্ত্ত্য-পুরীতে
এরি লাগি করেছি সাধনা? ছিল পণ,
সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখে স্বর্গের নন্দন
ফিরি স্বর্গধামে তাহা করিব প্রচার—
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা পাইনু তোমার
চরণ সেবিয়া দেবি, সে বিদ্যা কেমনে
রাখিব করিয়া রুদ্ধ আপনার মনে,
কারেও না দিয়া! দেহ গো বিদায় আজি,
গুরুর গৌরবময় পুণ্য স্মৃতিরাজি
তোমারে ঘিরিয়া রবে মনে।

দেবযানী শুষ্ক স্মৃতি
নাহি চাহে মর্ত্ত্যের দুহিতা। যে পীরিতি

দুই দেহ এক করে নিগূঢ় বন্ধনে,
যে পীরিতি ব্যথা দিয়ে ব্যথা পায় মনে,
যে পীরিতি প্রিয়জনে প্রাতে দিয়ে ঠেলে
সন্ধ্যা-অন্ধকারে বসি ব্যগ্র বাহু মেলে
আবার কামনা করে, নিগূঢ় যে প্রীতি
মানে না অশ্লেষা মঘা দিনক্ষণ তিথি,
নামমাত্র মূল্যে যাহা আপনা বিকায়,
সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া ধূলিমুষ্টি চায়,
যে প্রীতিতে এক নারী সহস্রবল্লভা,
সন্ধ্যা-অন্ধকারে যাহা ধরি নব শোভা
মৃতজনে মারে বার বার। গঙ্গাজল
যে প্রেম-গ্লানিরে নিত্য করে নিরমল,
নীড়হারা যেই প্রেম, ফিরে পথে পথে
কভু পদব্রজে কভু ঘর্ঘরিত রথে,
যেই প্রেম আপনারে আপনি হানিছে,
বিষ অণু পরমাণু যে প্রেমে টানিছে
তীব্র যন্ত্রণার রসাতলে, সেই প্রেম—
অকস্মাৎ পথে-পাওয়া সে দুর্লভ হেম
লভিয়াছ তুমি, সেই প্রেমে অবমানি
অসহায় নারী-বক্ষে তীক্ষ্ণ শেল হানি'
'প্রেমস্পর্শহীন স্বর্গে যেও না ফিরিয়া,
খুলহ পাদুকা।

কচ ॥ কেন মিথ্যা ব্যথা দিয়া
ব্যথা পাও নিজে, নিতান্তই হবে যেতে।

দেবযানী ॥ ক্রুর ব্যাধ সম তবে কেন জাল পেতে
লুব্ধ করেছিলে মোরে? কেন প্রতিদিন
প্রেমের গুঞ্জনে তব বিরামবিহীন,
আমারে করেছ প্রতারণা? স্বার্থলোভী
দেবতানন্দন! কেন দেখাইলে ছবি
দূর নন্দনের, কেন মিথ্যা বলেছিলে
বাঁধিয়া রাখিবে মোরে চাকুরী মিলিলে,
যাইবে না স্বর্গেতে ফিরিয়া! আনজনে
কেন সখা দিলে ফিরাইয়া প্রলোভনে
ভুলায়ে আমারে! মনে ছিল এত যদি,
তব খাতে কেন বহাইলে চিত্তনদী!
লোষ্ট্র হানি অচঞ্চল সরসীর বুকে,
কেন ঢেউ তুলে দিলে! মুখ রাখি মুখে
কেন মিথ্যা প্রেমারুণ নয়নের ভাষে,
হাস্যে লাস্যে পরিহাসে বচন-বিলাসে
জাগালে জর্জ্জর বক্ষে দুরন্ত কামনা!
অকস্মাৎ কহ আজি, 'আর থাকিব না।'
কেন থাকিবে না? সুকঠিন এ বন্ধন
বহুদিনে গ'ড়ে-তোলা বহু পিতৃধন

বিনিময়ে ক্রয় করা—এক নিমিষেই
ছিন্ন করি দিবে ? প্রেম-পরিণাম এই !

কচ ॥ ফিরে যেতে পণবদ্ধ আমি নিরুপমা।

দেবযানী ॥ যাবে যাও, জেনো আমি করিব না ক্ষমা।
নিপীড়িতা অনাদৃতা রমণীর ক্রোধ
তোমার সকল পথে তুলিবে বিরোধ।
যে বিদ্যা শিখিয়া তুমি ফিরিছ নন্দনে,
যে বিদ্যা বিচ্ছিন্ন করে মোর প্রিয়জনে
মোর কাছ হ'তে—যদিচ আমারি দান—
যে বিদ্যার লাগি মোর এই অপমান,
আমি অভিশাপ দিনু—সে বিদ্যা তোমার
হবে না আপন কভু। তুমি বারবার
হইবে অক্ষম নিজ বিদ্যার প্রয়োগে
শুধু প্রচারিবে তাহা লেখনী-সংযোগে
নানা পত্রিকার পাতে—সরস ভাষায়
উপন্যাস গল্প ছন্দহীন কবিতায়,
পড়ি তাহা স্বর্গলোকে তরুণের দল
ক্ষিপ্ত কুক্কুরের মত হইবে চঞ্চল,
গোপনে করিয়া পাঠ স্বর্গ-তরুণীরা
ভুলিবে দেবীর ধর্ম্ম তেয়াগিবে ব্রীড়া,
তোমার রচনা পড়ি যখন সকলে
মাতিবে উন্মাদ হর্ষে মর্ত্ত্য-কোলাহলে,

তুমি ব্যর্থ আশাহত শুধুই দেখিবে,
মর্ত্ত্যের দিবস স্মরি অশ্রু উথলিবে
চক্ষে তব। আমারে স্মরণ করি তুমি
মানিবে নন্দন বলি এই মর্ত্ত্যভূমি।
দেহ-ধর্ম্ম গল্পোন্মাসে পাবে পরিণতি—
অক্ষমজনের যাহা একমাত্র গতি
সেই গতি তব। আমি দিনু অভিশাপ—
ভূর্জ্জপত্রে দিবে ঢালি দেহের উত্তাপ
লেখনী ও মসীযোগে। বিদ্যা মনোহারী
ভুঞ্জিতে নারিবে তুমি, শুধু হবে দ্বারী।

কচ ॥ তুমি সুখী হবে নারী, আশীর্ব্বাদ করি—
নব নব বিদ্যার্থীর হবে সহচরী।

ভাষা ও ছন্দ

যেদিন তিব্বত হ'তে নামি আসে অশ্বতর দল
পার্ব্বত্য ভেড়ার লোমে কুব্জপৃষ্ঠ, চরণ বিকল,
অতিক্রমি সুদুর্গম গিরিশৃঙ্গ, কালিম্পং ধামে,
রংফুরে পশ্চাতে রাখি, ভুটান পাহাড়ে রাখি বামে,
একে একে দেখা দেয় উলের গুদাম সন্নিকটে,
অশ্বতর ক্ষুরাঘাতে ধূলিজাল গগনের পটে
যেমতি আবর্ত্তি উঠে আঁধারিয়া দিক্‌চক্রবাল,
ধূলিসমাচ্ছন্ন গিরি ; মনে হয় যেন মহাকাল
তাণ্ডব করেছে সুরু, উমা-হারা হ'য়ে অকস্মাৎ
দক্ষালয়ে যজ্ঞভূমে ; সেই মতো কবি ভূতনাথ
উত্তপ্ত প্রভাত বেলা, পটলডাঙ্গার পূর্ব্ব মোড়ে
অশান্ত উদ্বেগভরে ভ্রমিছেন পীত লুঙ্গি প'রে
নিতান্ত একাকী—একা ; বক্ষে তাঁর তরঙ্গ কল্লোল।
অদূরে মাধব চাকী বারান্দায় বাজাইয়া খোল
কীর্ত্তন করেছে সুরু, কানে তাঁর পশে না আওয়াজ
উর্দ্ধে জানালার চিক ফাঁক করি ত্যজি ভয়লাজ
পাড়ার কুমারী যত নিত্য অধ্যয়ন-অবসরে
তাঁহারে হেরিতেছিল। উপেক্ষি' মদন পঞ্চশরে।

কবি ভ্রমিছেন খালি, ছন্দ তালময় পায়চারি
আবর্ত্তিয়া মুখে মুখে নবছন্দ নব সৃষ্টি তাঁরি,
উষার প্রাক্কালে অদ্য কণ্ঠে যাহা হৈল আবির্ভাব
নিতান্ত সহসা আসি, গাববৃক্ষে যথা ফলে গাব ;
তেমতি সে নবছন্দ ভারতীর লাউ-খোল ত্যজি'
স্বর্গ হতে মর্ত্ত্যধামে উত্তরিল ; কভু পূর্ণগজী—
কভু-বা ইঞ্চেক মাত্র, ছন্দ সে নিতান্ত আধুনিক—
নাহি মাত্রা, নাহি যতি, মিলের নাহিক কোনো ঠিক ;
নহেক পয়ার তাহা ত্রিপদী কি চৌপদী তোটক,
নহে ভাষা প্রচলিত, ছন্দ ভাষা সম্রাট-জোটক !
ভাবে কবি, এ যে ছন্দ আবির্ভূত অকস্মাৎ আসি
মার্জ্জিত জিহ্বাগ্রে তাঁর, দিব্য দীপ্ত বিভা পরকাশি'—
তারে ল'য়ে করিবে কি, অনাহুত আসার কি মানে,
কোথা হ'তে তোড়া তোড়া স্বর্ণমুদ্রা আকাশ-বিমানে
কে যেন আনিল বহি। বলা নাই কহা নাই কিছু,
ছন্দটি আসিল অগ্রে ভাষা এল তার পিছু পিছু।
তাজ্জব ব্যাপার বটে, নিতান্তই জটিল ঘটনা !
এই ছন্দে কোন্ মহাকাব্য কবি করিবে রচনা
ভাবিয়া আকুল হ'ল। ছন্দরূপী এ শিশু-ভোঁদড়
কোনো নীড় রচিবে কি, কণ্ঠ হ'তে দিবে কি ভোঁ দৌড়
পুন স্বর্গপানে ইহা, কবি হ'ল ভাবিয়া আকুল।
ঊর্দ্ধে বাতায়ন হতে একটি টোপাল' টোপাকুল

কে যেন বর্ষিল মাথে, খেয়াল নাহিক কিছু তাঁর ;
বিধাতা যাহার স্কন্ধে চাপাইয়া দেন ছন্দ-ভার
তার কি দেখিলে চলে কে কোথায় ভেংচাইছে তারে,
অথবা গোপনে বসি ভাসে কেবা নয়নাশ্রুধারে
তাহারে কামনা করি ; কাব্য যার শিরে করে ভর
কলেরা হয় না তার, নাহি হয় ম্যালেরিয়া জ্বর।
সে শুধু মিলের পরে পথে ঘাটে মিল গেঁথে যায়,
মিল যার নাহি জোটে বীণাপাণি তাহারো উপায়
করিয়া দিলেন অদ্য, কবি পেল সেই ছন্দ নব,
অকস্মাৎ প্রাতঃকালে উদ্ভাসিয়া ক্ষুব্ধ চিত্তনভ
নবসূর্য্য হইল উদয়। রৌদ্র হ'ল খরতর
বেথুনের বাস্ টেনে ফিরে গেল যুগ্ম অশ্ববর,
কবি তবু রহে আনমনে, কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাহি।
অফিসের বাবুকুল সহসা বাহিরে দেখে চাহি
তীর্থ-ধ্বাঙ্ক্ষবৎ কবি পাড়ায় আসিয়া দিল হানা,
তাহারা আফিসে গেলে যুবতীরা শুনিবে কি মানা,
কবিরে হেরিবে নাকো! হেরে যদি তা হ'লেই গোল,
ভাজি হবে পোড়া-পোড়া, স্বাদহীন হবে মৎস্য-ঝোল।
কবি তো একেলা চলে ক্ষিপ্ত শীর্ণ সারমেয় যথা
আনমনে ফেরে পথে, নয়নে ভাবের উজ্জ্বলতা।
বেলা বাজে দ্বিপ্রহর, ঝিয়েরা বাহির হ'ল পথে
হস্তে অন্নথালা, আলু বেগুন লুকায় কোনো মতে

বস্ত্র-অভ্যন্তরে স্নাধ্বী।

নবোদিত অরুণের মত
হেনকালে সম্পাদক দেখা দিল, পদক্ষেপ শ্লথ,
দৃষ্টি উর্দ্ধে, তরঙ্গ-কল্লোল-চিহ্ন নবোদ্ভিন্ন টাকে,
ব্যথা-মনুমেণ্ট যেন লভে গতি অজানার ডাকে
কবিরে নেহারি সেথা চমকিয়া পুছে সম্পাদক,
'শুনিনু পুঁটির মুখে স্বর্গ হ'তে নব ছন্দোদক্
অবতীর্ণ স্কন্ধে তব, তারে ল'য়ে কি করিবে কবি,
কোন্ মর্ত্ত্য-পাবলোভার, কোন্ স্বর্গ-উর্ব্বশীর ছবি
বর্ণিয়া নূতন ছন্দে কাব্য-লোকে দিবে অমরতা ?'

রাজপথে বিরাজিত দুপুরের প্রশান্ত স্তব্ধতা।
মধ্যাহ্ন-আহার শেষে পান খেয়ে ফেলিবারে পিক
আসি বাতায়ন-পাশে, যুবতীরা দেখে অনিমিখ—
এক ছিল দুই হ'ল আসি।

ভাবোন্মত্ত কবিবর
শুনি সম্পাদক-কথা চক্ষে বহে অশ্রু ঝর ঝর,
ম্লান হাসি কহে ধীরে, 'তুমিও এমন কথা কহ
আত্মভোলা সম্পাদক, হে তরুণ ব্যথা-বার্ত্তাবহ,
উর্ব্বশী-পাবলোভা-কথা অনুক্ষণ জপিছে সকলে ;
রবীন্দ্র উর্ব্বশী লেখে, হের আজ তাহার নকলে

ছেয়ে গেল বঙ্গ-রঙ্গভূমি, পাবলোভা-বন্দনা-গীতি
সংস্কার বিমুগ্ধমনে অনুক্ষণ সঞ্চারিছে প্রীতি,
দেখ নাকি এ-বঙ্গের বড় বড় শিল্পী কবিদল
মিথ্যার বন্দনা-গানে আপনারে করেছে বিকল !
রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা-কায়াহীন মানসীর পিছে
টো টো করি ফেরে নিত্য, কেহ বসি টেবিলের নীচে
লাবণ্যের করে ধ্যান, সব যেন পুরুষত্বহীন !
বুঝিতেছি এ-সাহিত্যে আসিয়াছে ভীষণ দুর্দ্দিন,
যেমতি মহিলা ছন্দ, তেমতি মহিলা ভাবভরা—
কবিদের কাব্য যেন ধার-করা স্বর্গের পসরা।
মর্ত্ত্যের এ অপমানে শেষে দেখি তুমি যোগ দিলে।
রক্ত-মাংস-জয়-গানে সাথী নাই এমর্ত্ত্য-নিখিলে,
আমি একা—নিতান্ত একাকী। বিত্তের বন্দনা গান,
সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে আজোতক কাব্যে পায় স্থান—
নবাব-হারেম আর রাজ-অন্তঃপুর পরিপাটি,
ধনীর বিলাসকথা, কোথা অন্তরের কথা খাঁটি !
কে রচিবে গণকাব্য, পুরাতন ছন্দ-ভাব ত্যজি,
ফুটকি-ড্যাসে ভাঙা ভাঙা, উপমার ভারে লজগজী
নূতন পুরুষ-ছন্দে শহরের গণিকার গাথা ;
কে হেরিবে কত রূপ ধাঙড়-কুমারী সদ্যস্নাতা
ধরে বরদেহে তার ; কে দেখেছে ঝাপ তুলি ধীরে
কাব্য কত প্রতিদিন সৃষ্টি হয় খোলার কুটীরে,

তেলকলে, পাটকলে ; কে গেয়েছে মজুরের জয় ;
গণতন্ত্র-ব্যাধি যত কেবা তার দিল পরিচয়
বেদনার অশ্রুজলে। কি মহৎ ব্যথার আবেশে
চৌর্য্যবৃত্তি করি চোর জেলে যায় শেষে ;
রহিমের পত্নী লয়ে হয় কেন গফুর উধাও ;
কাহার বদন স্মরি মাঝ-গাঙে মাঝি বাহে নাও ;
সে কোন্ জেলের বধূ টেড়িকাটা কুমোর-কুমারে
ভাবিতে ভাবিতে মনে স্বামী লাগি পান্তাভাত বাড়ে ;
হারাণ মোদক কেন খামারের আম গাছে বসি
মশার কামড় খায় ; তেলীদের বিধবা রূপসী
কোন্ পথে যায় ঘাটে, ঘাটে গিয়ে অনাবৃত দেহে,
কেয়ার ঝোপের আড়ে সচকিতে বুকঢালা স্নেহে
চায় কেন বার বার—এ সকল মহাকাব্য কথা
কেহ আজো করেনি রচনা। উপাধি-ঐশ্বর্য্যরতা
ছিল বাণী এতকাল, উপযুক্ত ছন্দ আর ভাষা
নামিয়া আসেনি মর্ত্ত্যে, মিটে নাই মর্ত্ত্যের পিপাসা!
সে ছন্দ আসিল অদ্য, ভাষা পেল কবি-কণ্ঠে মম,
হে তরুণ সম্পাদক, হে নিষ্ঠুর অহো হো নির্ম্মম,
তুমি কিনা বল মোরে উর্ব্বশীর করিতে বন্দনা!
কি দোষ করিল সখা পটলিকা ডালিম চন্দনা!
সুমধুর গদ্যছন্দে প্রচারিবে মর্ত্ত্যের মহিমা
এই স্থির করিয়াছি মনে, লঙ্ঘিয়া মাটির সীমা

স্বর্গ পানে মোর ছন্দ না যাতে উঠিতে পারে
এ মর্ত্ত্যের সুবিপুল মেদ-মজ্জা-রক্ত-অস্থি ভারে,
করহ উপায় তার। মহাকাব্য করিব রচনা
মর্ত্ত্যের নায়কে ল'য়ে, সে হবে না ভাবুক উন্মনা
দেহহীন কাব্য-ধোঁয়া। রক্তে মাংসে গঠিত মানুষ,
মিথ্যাভাবলোকে কভু উড়াবে না কল্পনা-ফানুষ,
হাসি পেলে হাসিবে সে, রাগ হ'লে চেলা কাঠ ল'য়ে
পত্নীর ফাটায়ে মাথা, নাস্তা খাবে আপন আলয়ে,
ও-পাড়ার কদমেরে চোখে যদি লাগে তার ভালো
ধরিয়া করিবে সাঙ্গা, উচ্চকণ্ঠে কহিবে, নিকালো,
সখ মিটে গেলে তার—হে ভাবুক গুণী সম্পাদক,
কল্পনার সরোবরে ওহে শুভ্র ধর্ম্মরূপী বক!
মানস-বিমানে চড়ি এ নিখিল ভ্রমিয়াছ তুমি,
সহস্র নারীরে সখা, বাজায়েছ যেন ঝুমঝুমি,
দেখেছ মর্ত্ত্যের লীলা, তুমি মোরে করহ নির্দ্দেশ,
কাহারে নায়ক করি নবার্জ্জিত এ-ছন্দে সরেশ
রচিব মহান কাব্য। কারে দিব সে মহা সম্মান?
সম্পাদক কহে ধীরে, 'কলাবাগানের বাবুজান।'

'জানি আমি জানি তাঁরে শুনেছি তাঁহার কীর্ত্তিকথা,'
কহিলেন কবি, 'তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা,

সকল ঘটনা তাঁর, সে মহিমা রচিব কেমনে ?
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগিতেছে মনে।'
সম্পাদক কহে হাসি, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
কলাবাগানের চেয়ে সত্য কবি তব মনোভূমি।
বস্তি কথা রচিলেই কাব্য তব হইবে বাস্তব।'

চলি গেলা সম্পাদক। সম্মুখে উঠিল কলরব,
স্কুলের হইল ছুটি, কৌতূহলী বালকের দল
কবিমুখে স্বপ্নাবেশ নেহারিয়া করে কোলাহল,
বাতায়ন-অন্তরালে যুবতীরা করে হাসাহাসি,
"আ মর্, মিন্‌সে যে হেতা এখনো দাঁড়িয়ে উপবাসী,
হন্যে কুকুরের মতো, ঝেঁটা মার' ঝেঁটা মার' মুখে।"
প্রণমিয়া তাঁহাদেরে, মৃদু হাসি ভাবোদ্বেল বুকে
কবি ফিরে এসে 'মেসে' বসিলেন স্তব্ধ ধ্যানাসনে;
সহসা লেখনী কাঁপে রবীন্দ্রের, উত্তর-অয়নে !

ব্যর্থ গজল

(১)

অতল তল অগাধ নীর—
গজল গান গাইছে বীর ;
পূবের বায় উড়িছে, হায়,
প্রান্ত তার উত্তরীর।
শুনি সে সুর মধুর ক্ষীণ
মাঝিরা সব তন্দ্রালীন—
এলায়ে চুল যুবতীকুল
কূলে বাজায় আঁখির বীণ !
হানি নজর কবি আকুল
বিঁধিল তাঁয় মদন-হুল,
কাঁপিল সুর লোভে আতুর—
হাঁকিল বীর, 'ভিড়াও কূল।'
লাগিতে গায় তরীর ঢেউ
লাজে নয়ন মুদিল কেউ
বুকে কবির ছুঁড়িয়া তীর
তীরে পলায় সকল এউ।*

* এয়োর অপভ্রংশ

বুড়ীরা কয়, 'আরে রে মর্—
ছুঁয়ে বা দেয় দূরেতে সর্'—
কুমারী-দল করিয়া ছল
টানে আঁচল বুকের 'পর।
মিঠা গজল বঁধু-বধূর
ঘাটের 'পর গাহে মধুর,
শুনিয়া তান নদী উজান—
বালা-কিশোর ভাব-বিধুর।
সকল গাছ হ'ল কদম
ফুটিল ফুল কি মনোরম!

(২)

কেশে পালক গোপবালক
দাঁড়ায়ে ওই—হইল ভ্রম।
'ঢাকাই হয় বৃন্দাবন,
যমুনা-বৎ গঙ্গা ব'ন—
লুকায়ে বাস কেলি-বিলাস
কলি-কবির করিতে মন।
কুমারী এক উঠিল তীর
নিকটে ধায় হেলায়ে শির—
কবি যে কয়—হৃদয়ময়—
শতেক যুগ রয়েছে থির।

ঢুঁড়িয়া তাই ফিরি ধরায়—
সকল ক্লেশ সফল হায়—
আমি রাধার প্রাণ আধার—
একথা তার মনে কি নাই ?'
গোপাল ছোঁয় রাধার হাত
হ'ল কি তাই বজর পাত—
চোখে কবির বহা'ল নীর
আয়ান ঘোষ এসে হঠাৎ।
কহে আয়ান ইতর ভাষ,
'নাকে দে খৎ ভাল ত চাস্,
এলে আবার প্রাণ যাবার
আছয়ে ভয় জানিয়া যাস্।'
প্রহৃত বীর ফিরিয়া যায়—
গিয়ে খানিক পিছনে চায়
ভাবেতে ভোর সে ননী-চোর
বধূ-গজল আবার গায়।

সত্য-মিথ্যা

লিখেছে তরুণ কবি,— "বস্তিবাসিনী ছবি,
পরিয়া গামছাখানি ঠুঁটো—
বকুলের মালা গলে ধীরে এল কলতলে,
তখন দুপুর বাজে দুটো।
যদিচ পথের কল, সবে নিতে আসে জল,
ছবির চেহারা ছিল ভালো,—
সে যখন এল কাছে, দশে কল ঘিরে আছে ;
ছি ছি ! কি বেহায়া মেয়ে কালো !
কহিল ছবিরে হাসি, 'সাধ হয় হ'য়ে দাসী
সেবিব চরণ দুটি তোর,
কি খেয়ে আছিস্ বেঁচে, আজো তা না পাই এঁচে
মেয়ে হ'য়ে মোরই লাগে ঘোর।
ছেড়ে দে নয়না-হানা, রাখ্ ঢেকে বুকখানা—
নহিলে আমরা সই মরি ;
তোর ও গতর-নদী সবারে ভাসায় যদি,
মোরা বাঁচি কোন্ লগি ধরি,'
ফুলায়ে বুকের ছাতি কুন্দ দন্তপাঁতি
বিকশিত করি ছবি কহে,

'কত যে জানিস্ রঙ, বাঁচিনেরে দেখে ঢঙ,
ম'ল কত তোর কালিদহে
হিসেব রাখিস্ তার ? রঙ্গ রাখ্, পথ ছাড়্,
উনুনে চাপিয়ে এনু হাঁড়ি।'
কি ভাবিয়া ছবিরাণী দীরঘ নিশাস টানি
আবরিল বুক তাড়াতাড়ি।
চকিতে দেখিল কালো, রাজপথ করি আলো
আসিতেছে ছোট বাবুজান,
কুঞ্চিত সুকৃষ্ণ কেশ, রেশমি লুঙ্গিটি বেশ,
লাল চোখে সুরমার টান।
বাবুজান সেথা এসে থমকি চমকি কেশে,
হেরিল ছবির স্বল্পবাস,
লাজে তার কান দুটি লাল হ'ল গুটি গুটি
সঘনে সে ছাড়িল নিঃশ্বাস।
প্রেমে দুরু দুরু বুক আনত করিয়া মুখ,
দাঁড়াইল রাজপথ-বাঁকে,
চরণ চলে না তার, দেহ হ'ল মহাভার—
ঘটসম ছবির বাঁ-কাঁখে
প্রেমাতুর চিত্তখানি স্থাপন করিল আনি,
আনমনে রহিল সে চেয়ে।
ছবি লাজে হ'ল লাল, টেবো টেবো দুটি গাল
আবীরে কুঙ্কুমে গেল ছেয়ে।

দেখি তারে দোনামনা কালো গালে মারে ঠোনা
কাক যেন ঠুক্কারিল পীচে !
'দাস্তে তোর দ্যাখ্ ওই লাজে হ'ল মাটি-সই,
কৃপা কর সখি বিয়াত্রিচে !
প্রেমাহত পুণ্ডরীক কেঁদে কি ভাসাবে দিক,
মহাশ্বেতা এত কি পাষাণ !
কিম্বা সখী শকুন্তলা —ইদো ইদো সহি হলা—
রাজবুকে মারিবে না বাণ ?
তোর লাগি লবেজান এই দ্যাখ্ বাবুজান,
জান্ তোর গলিবে না সখি ?'
ইত্যাদি করুণ ভাষে ছবি আঁখিজলে ভাসে
বলে, 'থাম্, মিছে যাস্ বকি।
কাটা ঘায়ে নুন-ছিটে লাগে না ক' ভাই মিঠে,
মরারে মারিস্ কেন খাঁড়া ?' "

চুপ ক'রে বাবুজান শুনে যায় গল্পখান,
এবার উঠিল ক'রে তাড়া,
"বস্তির এহেন ছবি এঁকেছে সে কোন্ কবি ?
ঠিকানাটা দাও তার বাবু,—
বুঝায়ে আসিব তারে প্রেম-করা কয় কারে,
যারা প্রেম করে খেয়ে সাবু

তাহারা বস্তির নহে, মেসে কি হোটেলে রহে,
এই সব কেচ্ছা লেখে বুঝি !
দূর থেকে ঠোঁট চাটে, শুয়ে শুয়ে ভাঙা খাটে
স্বপ্ন শুধু তাহাদের পুঁজি।
বাবুজান করে কি যে, বুঝায়ে আসিব নিজে,
সহিব না এই অপমান !”
এত কহি রাগ-ভরে বস্তি-ব্যথিকের ঘরে
চলিল বস্তির বাবুজান।
বাকী কথা ইতিহাসে না-ইঙ্গিতে না-আভাসে
নাহি লেখা যঁতদুর জানি,
শুধু জানি পাঁকবাবু লিখে লিখে হ'য়ে কাবু
দৈনিকে লভিছে দানাপানি।

অনাদ্যন্ত

[গৈরিশীছন্দে লিখিত মহানাটক]

কুশীলবগণ { নারী　　সময়—সর্ব্বকাল
　　　　　　নর　　স্থান—সর্ব্বলোক

[ঘটনাটি খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর কলিকাতার একটি 'মেসে' সংঘটিত হইতেছে। নারী এস্থলে মেসের ঝি; বয়স, ত্রিশ বা তদূর্দ্ধ। নর—একটি ছাত্র, অপ্রাপ্তবয়স্ক।

মেসের একটি ছোট্ট কুঠরী। চৌকীর উপর বিছানা পাতা; মেঝের উপর একটি ষ্টীল ট্রাঙ্ক; বইয়ের শেল্‌ফে কতকগুলি বই। নূতন একজোড়া ও তালি-সংযুক্ত দুই জোড়া জুতা ও একজোড়া চটি চৌকীর নিম্নে অবস্থিত। ঘরের কোণে একটি ষ্টোভ। টেবিলের উপর ভুক্তাবশিষ্ট চা সমেত পিরিচ ও পেয়ালা; একটি ডিজ লণ্ঠন এবং পাতা খোলা একটি খাতা। ডিক্সনারীর উপর কাৎ করিয়া বসানো একটি আয়না। নর বিছানার উপর বসিয়া—জানালার দিকে তাহার মুখ; ডান হাতে ফাউণ্টেন পেন, বাম হাতে একটি জলন্ত সিগারেট। জানালার বাহিরেই একটি বকুল গাছ। গাছে কতকগুলি চড়াই পাখীর কিচির কিচির শোনা যাইতেছে।

সময় প্রাতঃকাল। নারী দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া কোণে অবস্থিত জলের কুঁজাটি বাহিরে রাখিয়া ঘর ঝাঁট দিতে সুরু করিয়াছে। নর একবার করিয়া সিগারেট টানিতেছে—মাঝে মাঝে খোলা খাতায় কি লিখিতেছে এবং মাঝে মাঝে নারীর পানে চাহিয়া

কটাক্ষ করিতেছে। নারী একবার বাহিরে আসিয়া পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিল এবং মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া খোঁপা খুলিয়া বিনুনী ছাড়াইতে বসিল। ঝাঁটাটি চৌকীর নীচে রহিল।]

নারী ॥ কেন তুমি বার বার মোর পানে চাহ,
অনিমিখ আঁখি তব আমার ধেয়ানে—
নাহি জানি কি যে কর ধ্যান।
ওগো, বড় লাজ বাসি মনে।
মোর লাগি 'নেখাপড়া' কর না'ক
প্রাতঃসন্ধ্যা হাওয়া খেতে হও না বাহির,
আধখানা হয়ে গেলে দেখিতে দেখিতে!
ভাত দৈ মেখে খেতে খেতে,
ডাল ঢাল তাতে আমি যবে সন্মুখেতে যাই।
মোরও কি করেছ দশা, জান কি, নিষ্ঠুর।
কাটিতে কাটিতে মাছ, তব আঁখি ভুল যে ঘটায়—
আঙুল কাটিয়া ফেলি।
বাজার করিতে যাই, কলা কিনিবারে হায়,
কচু কিনে ফেলি, ফিরে এসে শুনি অনুযোগ!
দস্তুরি লইতে হয় ভুল! আমি যে অভাগী ওগো,
কি কুক্ষণে এসেছিনু এই মেসে, যেথা আছ তুমি,
প্রেমের ডালিটি তব রেখেছ সাজায়ে,
পারি না ছাড়িয়া যেতে; কাচপোকা যেন
তেলাপোকারে ধরেছে!

নর ॥ আহা, কেন বসিয়াছ ওগো ধরার ধূলায়—
এস মোর শুভ্র শয্যা 'পরে, ক্ষণেকের তরে আমি
করি অনুভব, স্বপনবাঞ্ছিত প্রিয় সাঁন্নিধ্য তোমার।
দ্বার তো ভেজানো আছে। ভয় ?
ভয় আমি করিনে কারেও যদি—যদি—
তুমি মোরে ভালবাস শুধু!
ব্রীড়া অবনতমুখে, সহাস্য বদন তব ঈষৎ স্ফারিয়া,
প্রেমঘোলা আঁখি মেলি মোর পানে চাহি—
বল একবার প্রিয়ে, মোরে ভালবাস।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সব ভুলে পড়িব লুটায়ে
শতদল সম তব রাতুল চরণে।

নারী ॥ হা নিষ্ঠুর! ভালবাসি কি না বাসি
বুঝিতে পার না ? হায়, নারী করি গড়িল বিধাতা,
লজ্জা দিল অন্তরে বাহিরে—বুক যবে ফাটে তার
মুখ যে ফোটে না। নারী কি কহিতে পারে
প্রাণ তার মজিল কোথায় ?
সুরসিকজন অনুভবে বুঝিবারে পারে।

নর ॥ [হস্ত প্রসারণ করিয়া নারীকে ধরিতে গিয়া দূরে পদশব্দ শুনিয়া দরজার দিকে সভয়ে চাহিয়া হাত টানিয়া লইয়া]
তবু, তবু, তবু একবার,
লজ্জা বিসর্জ্জিয়া প্রিয়া অস্ফুট গুঞ্জনে
অমৃত সিঞ্চন কর অভাগার কানে—

গোমুখীর মত তব অধরোষ্ঠ হতে, ঝরিয়া পড়ুক
স্বর্গ-মন্দাকিনী-ধারা, সুধা নিস্যন্দিনী
চাতকের মত পান করি মিটায়ে পিপাসা।

নারী ॥ ছি ছি! দুষ্ট তুমি অতি, শুনিবে আমারি মুখে?
তোমরা পুরুষজাতি, নির্ম্মম, নিষ্ঠুর
লজ্জিতার লজ্জা কাড়িবারে, সতত সচেষ্ট জানি;
শুনেছি বেহুলা-কথা, স্বামী-শবদেহ ক্রোড়ে,
স্বর্গধামে ইন্দ্রসভাতলে সতী প্রবেশিল যবে
নিষ্ঠুর দেবতা অবহেলি সতীর বেদনা,
লোলুপ রহস্যে তারে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে।
তুমি সে পুরুষ জাতি, কুলিশ-কঠিন
নিষ্করুণ অবলার প্রতি। পত্র অন্তরালে
আপনারে সঙ্কুচিত করি, কোরক-জীবন তারে
যাপিতে দিবে না। মদোন্মত্ত ব্যগ্র হস্তক্ষেপে
ছিন্নভিন্ন করিবে তাহারে। ধূলায় বিকীর্ণ করি
জগতের চক্ষে তার করিবে লাঞ্ছনা।

নর ॥ একথা বোলো না প্রিয়তমে।
কাব্যে ইতিহাসে আমি অনেক পড়েছি;
অসুরদলনী সংহারিণী মূর্ত্তি আমি দেখেছি নারীর
পুরুষ শঙ্কর চরণে দলিত শক্তিহীন!
দেখেছি চামুণ্ডা মূর্ত্তি পটাঙ্কিত—
সিংহবাহিনীর ছবি অনুভবি অন্তরে বাহিরে।

এ তো গেল পুরাণ-কাহিনী। স্বর্গের অপ্সরা
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা—এরা কি নির্ম্মম নহে ?
পুরুষের হৃদ্‌পিণ্ড লয়ে খেলিয়াছে ছিনিমিনি খেলা ;
যোগীশ্রেষ্ঠ মুনিজনে সে কী প্রতারণা,
সে কী নিষ্করুণ হয়ে আহত করেছে এরা
মদন-আহবে ! অতীতের কাব্যকথা ইহা।
বাসবদত্তার কথা—তাও জানি। পড়িয়াছি
সক্রেটিশ-পত্নী সেই জ্যান্টিপির কথা,
লুক্রেসিয়া বর্জ্জিয়ার রোমাঞ্চ কাহিনী
রেণল্ডস্‌-লেখনী আজো করিছে প্রচার।
রুষিয়ার ক্যাথারিণে জানি—ইংলণ্ড-মহিষী
এলিজাবেথের কথা, স্কটের পুস্তকে পড়িয়াছি।
নহ প্রিয়তমা তুমি, অবলা রমণী, কটাক্ষ আয়ুধ তব,
বিষাক্ত ভীষণ ; হিল্লোল-বিলাস-লাস্য
অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত ওই বরাঙ্গে তোমার,
তোমারে করেছে শক্তিমতী। আমি শক্তিহীন,
মুখপানে চেয়ে তব রয়েছি পড়িয়া
চুনমুখে হতভাগ্য জোঁকের মতন।
পুরুষে নারীতে দ্বন্দ্ব চিরন্তন ইহা—
থাকুক বিবাদ, শুধু বল, ভালবাস মোরে।

নারী॥ ওগো প্রিয়তম, মুখে কি বলিতে হবে,
'তোমারে বাসি যে ভালো'—পারিব না সখা, তাহা।

সমস্ত শোণিত মম শিথিল অঙ্গের
শুষ্ক মুখে এসেছে ছুটিয়া। লজ্জা, লজ্জা,
লজ্জা নিদারুণ আমারে দিতেছে বাধা—
আমি পারিব না উচ্চারিতে 'ভালবাসি' কথা।

[লজ্জায় অধোবদন ; মস্তকে ঘোমটা টানিয়া দিল]

নর ॥ [আবেগে চৌকীতে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল—মাথাটি নারীর দিকে চৌকীর বাহিরে ঝুলিতে লাগিল। এই অবস্থায় নারীর দিকে চাহিতে চেষ্টা করিয়া কাতরভাবে]

বল, বল, বল প্রিয়তমে—

নারী ॥ কি বলিব, কি শুনিবে কথা ?

[দূরে কোথায় কে একজন মিহি গলায় গাহিয়া উঠিল—'বালিকা বয়সে ছিলাম স্ববশে'—ইত্যাদি। নর চমকিত হইয়া সোজা হইয়া বসিয়া টেবিলস্থিত খাতার দিকে অখণ্ড মনোযোগ স্থাপন করিল। নারী একটু হাসিয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিল।]

নারী। ভয় নাই ওগো কিছু। হরিপদবাবু স্নানে চলেছেন,
এ সময়ে গানে পায় তাঁরে। বড় ভাল গলা ওঁর—
লোক ভাল ততোধিক। মোর প্রতি স্নেহ তাঁর খুব।
সেদিন সকালে ন' আনার খাবার আনিতে
দিলেন একটি টাকা। ফিরিয়া পয়সা বাকী
ফিরাইয়া দিতে গেনু। মৃদু হাস্য করি
কহিলেন, 'থাক্, থাক্, বাবুরে তোমার

খাবার আনিয়া দিও।' শুনিয়া লজ্জায় মরি!
কহিলাম, 'আপনারা বাবু মোর—নাহি অন্য কেহ!'

নর ॥ অন্য বাবু সত্য কি গো নাই?

নারী ॥ ছি ছি! আজো অবিশ্বাস? বুঝিতে পার না কিছু?
অন্ধ তুমি, অন্ধেরে আলোর কথা বুঝাব কেমনে?
ভাল যদি বাসিতে আপনি এই অভাগীরে—
বুঝিতে পারিতে ভালবাসি কি না বাসি।
মনে কি পড়ে না তব, সেদিন সকালে
সাবান দিতেছি যবে গেঞ্জিতে তোমার—
ম্যানেজার বাবু মোয় করিলেন কি লাঞ্ছনা!
বলিলেন, অন্য বাবু নাই, ক্ষীরোদবাবু কি শুধু বাবু?
কি সে চাপা হাসি উঠিল প্রত্যেক ঘরে—
তুমি তা জান না! স্মরণে কি আছে তব
সেদিন সন্ধ্যায় তেল নিয়ে অমৃতবাবুর—
তব হ্যারিকেনে ভুলে দিলাম ঢালিয়া!
পরিপাটি করি তব কে পাতে আসন,
লবণের পাত্র রাখে আসনের ধারে?
ছত্রিশ বাবুর কাজে ব্যস্ত সদা তবু—
এক কর্ণ কার নিত্য জাগ্রত রয়েছে
শুনিতে তোমারি কথা, কে সদা বিহ্বলা
তোমার মুখের পানে চাহি? তবু অবিশ্বাস?
অদৃষ্টের পরিহাস!

[নর নারীর কাছে সরিয়া গিয়া তাহার মুখটি তুলিয়া ধরিল। নারী কিয়ৎকাল নতমস্তকে থাকিয়া একটি বিলোল কটাক্ষ হানিয়া নরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া চৌকীর উপর উঠিয়া বসিল।]

নর ॥ কী সুন্দর কী সুন্দর, তুমি! কি মদিরা
নয়নে তোমার! হায়, যদি চিত্রবিদ্যা কিছু
জানিতাম,
ও মোহিনী মূর্ত্তি তব রাখিতাম এঁকে।
না না, থাক্ তাহা হৃদয়ের নিভৃত পরতে
সকলের দেখিবার নহে ও মূরতি।

নারী ॥ ছি ছি, কি ছাই চেহারা মোর—
আমি কি জানি না? কেন মোরে লজ্জা দাও!

[নরের বুকে মুখ লুকাইল। তাহার উন্মুক্ত কেশরাশি নরের পৃষ্ঠে ও বক্ষে ছড়াইয়া পড়িল—তাহাতে পচা নারিকেল তেলের গন্ধ। নর নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া চুলগুলি লইয়া খেলা করিতে লাগিল। ক্ষণপরে নরের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া আবদার কম্পিত স্বরে]

হ্যাঁগো, দেখ, ও বাড়ীর পাঁচী দিদি
সেদিন বলিল, আমারে মানায় নাকি ভাল
পাছাপাড় নীলাম্বরী শাড়ী। কত কি বলিল আরো
আবোল তাবোল সেই মুখপুড়ী!
দত্তদের দারোয়ান সেও কিন্তু বলিল ও-কথা।
বলে, তোর বাবু তোরে এত ভালবাসে ক্ষেমি,
তুই কি না সাদা পেড়ে কাপড় পরিস্?

সত্যি মোর বড় লজ্জা করে—কেমনে বলিবে বল,
অভিমানী নারী বাবু তারে ভালবাসে, মুখে শুধু
নহে প্রাণে প্রাণে। [কটাক্ষ]

নর ॥ [আত্মগত] সত্যই তো কিছু আমি পারি
না যে দিতে।
আমার গরবে গরবিনী, মোরই লাগি লজ্জা পায়!
এ মাসের কলেজের ফিস্‌, এখনো রয়েছে ব্যাগে,
দিই তা উহারে, পরুক স-পাছ নীলাম্বরী
প্রণয়িনী মোর!

নারী ॥ হ্যাঁগো, কি ভাবিছ? হয়েছে কি রাগ মোর প্রতি?
আমি অভাগিনী কেন বলিলাম পাঁচীদির কথা যত;
না না, আমি চাহি না ত কিছু। তুমি মোরে
ভালবাস
এই মোর লাভ—অন্য কিছু নহেক প্রার্থনা।

[বালিশের নীচে হইতে মণিব্যাগ বাহির করিয়া সাতটি টাকা বাহির করিয়া নারীর হাতে দিতে গেল। নারী হাত সরাইয়া লইল]

নর ॥ জানি জানি সামান্য এ, তবু ইহা
প্রেমিকের প্রেম-অর্ঘ্য দান। বিমুখ হইয়া, প্রিয়া,
অপমান করিবে কি মোরে? আমি সহিবারে পারি
কিন্তু প্রণয়ের সহে না ত অপমান!

[নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত টাকা কয়টি অঞ্চল-প্রান্তে বাঁধিয়া]

নারী ॥ ছি ছি ছি, লজ্জায় মরি!

নর ॥ অমূল্য প্রেমের প্রিয়া মূল্য দিতে পারে
হেন মহাজন আছে কি কোথাও !

[নর আবেগে নারীকে কাছে টানিতে গেল এমন সময় দূরে কে যেন কাহাকে ডাকিল। নারী 'এই যাই' বলিয়া বস্ত্র সংযত করিয়া টেবিলস্থিত আয়নাতে একবার মুখ দেখিয়া লইল। তারপর চৌকীর নীচ হইতে ঝাঁটা গাছটি তুলিয়া লইয়া তাহার অগ্রভাগ দ্বারা নরের গণ্ডদেশে প্রেমের মৃদু আঘাত দিয়া কটাক্ষ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। যুবক বিছানায় স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। সামনের বকুল গাছে একটি কাকের 'কা কা' শোনা যাইতে লাগিল]

জলসা

এত বাধা ও ভয় প্রদর্শন সত্ত্বেও সাইমন কমিশন ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখে বোম্বাইয়ে জুতার্পণ করিবে জানিয়া মনটা খারাপ ছিল; 'সমবেত শক্তি, জাতীয়তা, সাইমনী চাল' ইত্যাদি বচন আত্মশক্তি, বাংলার কথা, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় পড়িয়া পড়িয়া বুকটা দশ হাত হইয়াছিল।—একমাত্র ভরসা হরতাল—কিন্তু ভয়ের কারণ শ্রীমান এন্ এন্ সরকার, শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্টন্ ও uncle রহিম! ডাক্তার সেন এমন সময় আসিয়া আমার নাসিকাগ্রভাগে আঙুলের টোকা মারিয়া বলিল, কি হে কেবল্, তোমার এমন বৎসহারা গাভীর মত চেহারা কেন? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—সাইমন কমিশন! সেন চশমা জোড়া আঁচল দিয়া মুছিতে মুছিতে বলিল, দূর তোর ছাই-মন কমিশন—জলসায় চল, একটু চাঙ্গা হ'য়ে আসা যাক্! উৎসুক হইয়া বলিলাম, জলসা? সে আবার কি হে? ডাক্তার বিরক্ত হইয়া বলিল, দেশশুদ্ধ ছেলেবুড়ো ক্ষেপে উঠেছে, জলসা জলসা ক'রে, তুমি বল্ছ, সে আবার কি? চল, চল, একেবারে হাসির হর্‌রা, নৃত্যের লহর, গানের গণতন্ত্র!

আমি চিরকালই গণ-মন্ত্রের উপাসক; গণতন্ত্র শুনিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, মুফৎ? পয়সা খরচ করতে পারব না, বাপু! সেন বলিল, তা জানি, প্রেস-টিকেট আছে। তেড়ীটা বাগাইয়া ও জুতাটা বুরুষ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম, জল্সাওয়ালা কারা? সেন অক্সফোর্ড প্যাটার্ণ জুতা দিয়া

মেজেতে একটা ঘুষি মারিয়া বলিল, কমিশনের হিসাব ত রাখ, খবরের কাগজ পড় না? এই দেখ। বলিয়া সে সেদিনের একখানা বাঙলা সংবাদপত্র আমার নাকের কাছে ধরিল। কাগজখানা হাতে লইতে লইতে বলিলাম, কমিশনের খবরটা রাখ্‌তে হয় ভাই। ছাপোষা লোক, শুধু মাইনেতে কুলোয় না—বিজ্ঞাপনের কমিশন, কাগজের কমিশন, সাইমন কমিশন পর্য্যন্ত।

কাগজখানা খুলিয়া বুঝিলাম, জলসার খবরটা সত্যই এতদিন জানা উচিত ছিল। বড় বড় অক্ষরে কাগজের খোসায় নহে, একেবারে সার পাতায় জল্‌সার বিজ্ঞাপন! বিজ্ঞাপনটি সাহিত্য হিসাবেও যেমন মূল্যবান, বিজ্ঞাপন হিসাবেও তেমনি, আদ্যোপান্ত তুলিয়া দিলাম।

"এক ঢিলে দুই পাখী

স্ফূর্ত্তির নায়গারা প্রপাত—দেশপ্রেমের হল্‌দিঘাট

সং-গীত জল্‌সা

চিরবাঞ্ছিত ও বহুবঞ্চিত তরুণ সাহিত্যিকদের পোষাক-দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য শ্রীযুক্ত রৈবতক সাহার বিপুল আয়োজন।

বাণীর ঐকান্তিক সেবায় যে সকল তরুণ সাহিত্যিক আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, যাঁহারা বুকের রক্ত, মাথার মগজ দিয়া দেশপ্রাণতার উদ্‌বোধনে তৎপর, তাঁহাদিগকে সপ্তাহাধিক কাল একই কোর্ত্তা কিম্বা নিমাস্তিন্ গায়ে দিয়া থাকিতে হয়—ঘরে একদিন নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিয়া জামা জলকাচা করিবার সুযোগও তাঁহাদের ঘটে না, কারণ খ্যাতির অনুপাতে সভা-সমিতি মজলিশ ইত্যাদিতে তাঁহাদের যোগ দিতে হয়—বিশেষ কারণে সেই বহুব্যবহৃত জামা গায়ে দিয়া মহিলা-সমাজে যাঁহারা যাইতে পারেন না তাঁহাদের জামার কষ্ট দূর করিবার জন্য এই আয়োজন।

তরুণ সাহিত্যিকদের ভাষাতেই তাঁহাদের কষ্ট শুনুন, দেখুন আপনাদের মন কাঁদে কি-না ?

"এই দীন মলিন বেশ নিয়ে আমরা আছি দেশের একটেরে আত্মগোপন ক'রে। দেশে দেশে প্রোপাগাণ্ডা করা ত দূরের কথা, বাড়ী ছেড়ে পথে দাঁড়াতে লজ্জা করে। কিছুতেই ছেঁড়া জামার তালিগুলোকে লুকোতে পারিনে। ভদ্র শিক্ষিতদের মাঝে ব'সে সর্ব্বদাই মন খুঁত খুঁত করে।"

—কাজী নজরুল ইসলাম

ব্যথিতের ভগবানকে স্মরণ করিয়া নৃত্য-গীতের এই জলসায় যোগদান করুন, বুকের রক্ত দিয়া কেরাণীগিরি করিয়া উপার্জ্জিত অর্থের কিঞ্চিৎ ব্যয় করিয়া একটি সন্ধ্যা চিত্তবিনোদন করুন, আপনার সহানুভূতিতে দরিদ্র সাহিত্যিকদের অঙ্গবাস উজ্জ্বল হইয়া উঠুক। সাহিত্য-সম্ভারে দেশ পরিপূরিত হোক।

—আসুন একজন, আসুন সকলে—

আয়োজনের ত্রুটি নাই, শ্রীমতী বাড়বা বাঁড়ুয্যে, শুক্লা সেন, মাজুর্কা মজুমদার, ত্রয়োদশী ত্রিবেদী, চিকণা চাকী, পেটিকা পাত্র, পাংশুলা পাণ্ডে, কবরী বর্দ্ধন, মিস্ টুনটুনি, ডলি প্রভৃতির নিঃসঙ্গ অথবা সসঙ্গ গান। শ্রীযুক্ত বুদ্‌বুদ বটব্যাল, বিকৃতিবদন তরফদার, অরিষ্ট সান্যাল, চৌতাল চক্রবর্ত্তী, মাষ্টার বাঁটুল, লালু প্রভৃতির আলাপ

এবং

শেষ কিন্তু বেশ

উদ্যোক্তা রৈবতক সাহার গজল ও অন্যবিধ গান। গাজি আব্বাস বিটকেলের 'ভাণ্ডারী হুঁসিয়ার'

ও

সুবিখ্যাতা বিম্ববতী রাহার

'হাঘরে নৃত্য'

আসুন, দেখুন, শুনুন,

কল্পনার জাল বুনুন—

অদ্য সন্ধ্যা ছটায় তরুণডাঙার বাণীকুঞ্জে

প্রবেশমূল্য যথাক্রমে ১০৲ ৫৲ ৩৲ ২৲ ও ১৲। ১০৲ টাকা ও ৫৲ টাকা ছাড়া অন্য টিকেট বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

বিলম্বে হতাশ হইবেন

বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে মন একই সঙ্গে হাসি-কান্নায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। জননী বীণাপাণি, তোমার সহিত তোমার প্যাঁচাবাহিনী সতিনীর বিবাদ কি মিটিবে না মা! তোমার একনিষ্ঠ সেবার কি এই ফল! আহা বাছারা! ভাল করিয়া জামা গায়ে দিতে পায় না, হয়ত সিগারেট খাওয়ার পয়সাও জোটে না!—সুবুদ্ধি বলিয়া উঠিল, পয়সা দিয়া জলসায় যাও। কুবুদ্ধি অমনি মাথা উঁচু করিয়া জানাইল, ভায়া, পয়সা দিয়া এত মজা লুটিলে ত সুখ পাইবে না, পয়সা দিলে ব্যথা প্রকাশ পায় বটে কিন্তু মজা হয় না! 'কু' বাবাজির জয় হইল, প্রেস-টিকিট লইয়া জলসা দেখিতে গেলাম।

কাতারে কাতারে তরুণেরা তরুণ-ডাঙার দিকে চলিয়াছে—বুঝি মল্লিক-বাড়ীর কাঙালী-বিদায় হইবে। 'হাঘরে নৃত্যে'র কথায় মন বিবাগী হইয়া উঠিতে লাগিল। বাণীকুঞ্জের সম্মুখে আসিয়া দেখি ঘন তরুণারণ্য। এখানে সেখানে এক আধটা ঝুনো, ডাঁসা ও কাঁচাপাকার ছিটে, ইহারা তরুণের দলে আত্মগোপন করিয়া আছে।

তরুণের গুঁতা খাইতে খাইতে কোনো প্রকারে কুঞ্জ-হাতায় প্রবেশ করিলাম। সেই অবস্থাতেই গেটের উপর টাঙ্গানো সাইনবোর্ডে লিখিত একটি বয়েৎ চোখে পড়িল—

চির-তরুণের চির-মেলায়!
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥
যুবা-যুবতীর সে-দেশে ভিড়,
সেথা যেতে নারে বুঢ্‌ঢা পীর—
শাস্ত্র-শকুন জ্ঞান-মজুর
যেতে নারে সেই হুরী-পরীর
শরাব সাকীর গুলিস্তাঁয়—
যেতে নারে তারা এ জলসায়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

ভয়ে ভয়ে একটি তরুণের চশমার কাচে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া লইলাম। না, এখনো তরুণ বলিয়া চলিয়া যাইতে পারি।

সাম্‌নেই একটি টেবিলে গাদা করা বই—শুনিলাম সেদিনকার প্রোগ্রাম। চোদ্দটি পয়সা ট্যাঁক হইতে বাহির করিয়া একখানি প্রোগ্রাম কিনিয়া ভিতরে ঢুকিলাম। একটি বিশেষ চিহ্নিত তরুণ আমাদের টিকিট লইয়া আমাদিগকে যথাস্থানে বসাইয়া দিল। প্রথমেই নজর পড়িল রঙ্গমঞ্চের প্রচ্ছদপটের প্রতি—মহারাণা প্রতাপসিংহের অরণ্য-বাস। মহারাণা-পুত্রের হস্ত হইতে ইঁদুরে রুটি লইয়া পলাইতেছে—মহিষী বেলন লইয়া মারিতে ছুটিয়াছেন, মহারাণা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া আছেন। দৈনিক পত্রের বিজ্ঞাপনে 'হলদিঘাট' স্মরণ হইল। সকলের অজ্ঞাত-

সারে একটি নমস্কার করিলাম রাণাকে কি এই ইন্দুরকে ঠিক স্মরণ নাই।

তারপর যেদিকেই চাই, উর্দ্ধে-বামে উর্দ্ধে-দক্ষিণে, সম্মুখে পশ্চিমে, বামে দক্ষিণে, তরুণ আর তরুণী, ফিস্‌-ফিস্‌ গুজ-গুজ, কল-কল খল-খল ধ্বনি, প্রোগ্রামের পাতা উল্টানোর খস-খস আওয়াজ, বলয়ের নিক্বণ, জুতার খট্‌-খট্‌—সিগারেটের ধোঁয়া; কুঞ্জমঞ্চ মুখর।

নিজের প্রোগ্রামখানি পকেটে রাখিয়া পাশের একটি ছোকরার প্রোগ্রাম দূর হইতেই পড়িতে লাগিলাম।

এদিকে নানা ধরণের পরিচয়জ্ঞাপক বাণী কর্ণ কুহরে ঢুকিতে লাগিল। ওই রৈবতক বাবু, ওই বিকৃতবদন বাবু, আব্বাস বিটকেল। চাহিয়া দেখি রঙ্গমঞ্চের পক্ষ ভেদ করিয়া দুই ঝাঁক তরুণ-তরুণী বালক বালিকা আসিয়া রঙ্গমঞ্চের ফুটলাইটের কোল ঘেঁসিয়া স্ত্রীপুরুষ ভেদে দুই দল হইয়া বসিল। আব্বাস মিয়া ও বিকৃতবদনবাবু পরস্পর মাথা নাড়িয়া ফিস-ফিস করিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। আব্বাস মিয়ার মস্তক-আন্দোলন ও অর্দ্ধব্যক্ত হাসি দেখিবার জিনিষ!

সহসা গেটের দিকে একটা তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। কুঞ্জস্থ সকলেই ব্যাপার কি মশায়! ব্যাপার কি মশায়! বলিয়া অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন। মহিলারা সন্ত্রস্থ ও চকিত হইয়া উঠিলেন। এমন সময় একজন স্কুল-কসমের তরুণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিলেন, দেখেছেন মশাই আস্পর্দ্ধা, ঝুনো বুড়ো হ'য়ে এখানে আস্‌তে চায়! চারিদিক হইতে রব উঠিল, কে? কে? বের ক'রে দাও। হট্টগোলের মধ্যে যেটুকু বুঝিলাম তাহা এই—বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ও আধাবৃদ্ধ

শরৎচন্দ্র লুকাইয়া জলসায় আসিতেছিলেন, ধরা পড়িয়া লাঞ্ছিত হইয়াছেন, পিছনে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও হেরম্বরচন্দ্র মৈত্র মহাশয় তাঁহাদের দুরবস্থা দেখিয়া সার্জ্জেণ্ট-তাড়িত দেশ-প্রেমিকের ন্যায় কলেজ স্কোয়ার অভিমুখে দৌড় মারিয়াছেন।

হঠাৎ ঢং করিয়া একটা আওয়াজ হইল ও সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বাজিয়া উঠিল। রৈবতক বাবু হারমোনিয়ামে স্বর দিতেই তরুণেরা তারস্বরে গাহিতে স্বুরু করিলেন—

সেদিন সুদূর রাশিয়া হইতে আসিল কাদের বিজয়বার্ত্তা—
কাদের মহিমা বর্ণিল কবি অসম ছন্দে ব্যাপিয়া চার তা',
পঙ্কে ডুবিয়া পঙ্ক-তিলক কাটিল কাহারা সকল গাত্রে,
ব্যথাতুর চিতে গভীর নিদ্রা হয় না কাদের দিনে ও রাত্রে।
তারা যে তরুণ নবারুণ-সম যুগে যুগে তারা মারিছে টেক্কা—
আঁস্তাকুড় ও বস্তি বাহিয়া ছুটেছে বেঘোরে তাদের এক্কা।

কৃমি ও কীটের বেদনা কাহারা অনুভব করে নিয়ত চিত্তে,
ফোটা ও কুঁড়িতে করে সমজ্ঞান সমান আদর তেল ও পিত্তে।
দারিদ্র্য-দুখে কাঁদিছে কাহারা পুষ্ট হইয়া বাপের অন্নে,
কাদের লাগিয়া তপস্যা করে দুনিয়ার যত অনূঢ়া 'কন্যে'।
নারীদেহে কারা খুঁজিয়া পেয়েছে কামরূপ, জেরুজালেম, Mecca,
তাহারা তরুণ সারাদেশ জুড়ি' ছুটিয়া চলেছে তাদের এক্কা।

কাদের বাসনা সকল বিশ্বে টানিয়া নামাতে গভীর পঙ্কে,
মনের মানসী খুঁজে ফেরে কারা বারবনিতার লালসা-অঙ্কে।
নেশা ক'রে পথে গড়াগড়ি দেওয়া ভাবে কারা মহাবীরের কর্ম্ম,
মানুষ হইয়া ঘৃণা করে সদা পালিয়া চলিতে মানুষ-ধর্ম্ম—
তারা যে তরুণ বচনে-বাক্যে দিকে দিকে তারা মারিছে টেক্কা,
চাকাহীন তবু ছুটিয়া চলেছে দিক্‌দিগন্তে তাদের এক্কা।

ভগবান বুকে কারা মারে লাথি, শালগ্রাম শিলা ডুবায় মদ্যে—
ভাবে শুঁড়িখানা এই এ দুনিয়া কাহারা ওমরখায়েমী পদ্যে,
আপনারে কাম-সন্তান ভেবে, মা'র সতীত্বে করে কটাক্ষ,
যীশু ব্যাসদেব কুন্তীপুত্র দিতেছে কাদের কথার সাক্ষ্য—
নারীদেহে কারা পাইল খুঁজিয়া কামরূপ জেরুজালেম মেক্কা,
তাহারা তরুণ, ক্লেদ ও পঙ্কে ছুটিয়া চলেছে তাদের একা।

•

গান শেষ হইলে ঘন ঘন করতালি ধ্বনিতে সকলে প্রশংসা জ্ঞাপন করিলেন। মাষ্টার বাঁটুল অমনি একটি তেলেনা আলাপ সুরু করিলেন। সেই মধুর আলাপে চারিদিক নিস্তব্ধ হইল, কেমন একটা আবছা অন্ধকার চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিল। আব্বাস মিয়ার দোলন ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

এই ভাবটা কাটিতে সময় লাগিল, ইতিমধ্যে কে একজন কি একটা আবৃত্তি করিয়া গেলেন, একটা বৈষ্ণব কীর্ত্তন ও আর একটি রাগিণীও আলাপ করা হইল।

শ্রীযুক্ত চৌতাল চক্রবর্ত্তী ও অরিষ্ট সান্যালের ডুয়েট গানে আমার চমক ভাঙিল।

কে উদাসী বনগাঁবাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে,
বাঁশী-সোহাগে ভিরমি লাগে, বর ভুলে যায় বিয়ের ক'নে।
ঘুমিয়ে হাসে হুষ্টু খোকা, বেরিয়ে আসে দাঁতের পোকা—
(বোকা-চাঁদের লাগল ধোঁকা খোকা-কবির বাঁশীর স্বনে।)
খোকা-চাঁদের লাগল ধোঁকা শ্যাওলা-পড়া নীল গগনে।
লজ্জাবতীর লুলিত গালে—জোনাকী-যুবা সোহাগ ঢালে,
পলিতা জ্বলে ললিতা-ভালে, দলিতা বালা সুখ-স্বপনে!
কুকুরবালা অনেকরাতে দেয় না ক' মুখ এঁটোপাতে,
বিড়াল-বধূ দুধ ও ভাতে তেয়াগি, কাঁদে হেসেল-কোণে!
সাবল হাতে সিঁধেল চোরে—ভাসে সে-সুরে নয়ন-লোরে,
দোহাই তোরে আর বেঘোরে মারিও না ক' গরীব জনে।

'এঙ্কোর এঙ্কোর!' ধ্বনিতে সভা মুখর হইল। বিকৃতবদন তরফদার মহাশয় হারমোনিয়ামে হাত দিতেই চারিদিক নিস্তব্ধ হইল। তরফদার মহাশয় প্রারম্ভে একটি মুখভেংচি দিয়া সুরু করিলেন—

রকম দেখে 'বকম বকম' করছে পায়রাগুলো,
বগি-বিন্দীর চুলোচুলি 'হীরা' বাজায় কুলো।
সেজেগুজে ইন্দিরা তার চল্‌ল শ্বশুরবাড়ী—
কালাদীঘির ডাকাতিতে ঠেলে পরের হাঁড়ি।

সুচরিতার বর যে হবে টান্‌ছে ব'সে হুঁকো,
আস্‌মানী কয় দিগ্‌গজেরে 'বিট্‌লে পোড়ারমুখো।'
চারু অমল 'প্ল্যান' করিল সখের বাগান্‌খানা—
রোহিণীকে নিয়ে সেথায় গোবিন্দ খায় খানা।
গাঁয়ে গিয়ে নিন্দে হ'ল বোঠান বিনোদিনীর—
'কালির বোতল' শুনে দেখ ফুর্ত্তি সুভাষিণীর।
প্রেমের টানে জগৎসিংহ উঠ্‌ল গিয়ে গাছে,
রাজলক্ষ্মী মুজ্‌রো নিয়ে রাজার বাড়ী নাচে।
চার ইয়ারে কইল কথা সকল ইয়ার শোনে,
নবকুমার ঘুরে বেড়ায় সাগরতীরের বনে।
শ্রীবিলাসের রকম দেখে কমলমণি হাসে,
তিলোত্তমা কাঁদ্‌ছে শুয়ে দেবদাসের পাশে।
গঙ্গারামের পা লাগিল কাজি খুড়োর পায়ে,
শৈবলিনী তাই উঠিল ফষ্টরেরই নায়ে।
ব্যথা পেয়ে উপীনদাদা মরল যক্ষ্মাকাশে,
নোট চিবিয়ে খেল ভুটে, মন ওঠে না ঘাসে।

—চারিদিকে হাসির তুফান বহিয়া গেল। হাসি থামিতেই রৈবতকবাবু উঠিয়া বলিলেন—

—'বিরতি দশ মিনিট

রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইল।

ধোঁয়া, গল্পগুজব, হাসি উচ্ছ্বাস, তাকাতাকি, হাঁকাহাঁকি—দশমিনিট দেখিতে দেখিতে কাটিল।

আবার ঘণ্টা বাজিল, শাঁখ বাজিল, গায়ক-গায়িকা আসিলেন, রৈবতকবাবু স্বয়ং গজল ধরিলেন—

তেপায়ায় ট্যাঁকঘড়ি তুই টিক্‌টিকিয়ে ক'স কি নিশিদিন!
কচি সব পাড়ার ছুঁড়ি—ওই যা থুরি, বালিকা I mean।
তারা সব হয়নি বড়, জল্‌দি কর, বাড়াও বয়স ভাই
এখনও বুঝ্‌তে নারে ঠারে-ঠোরে চোখের আলাপিন্।
আজো যে ফ্রক্ প'রে হায়, ঘুরে বেড়ায় চায় না আঁখি তুলে,
কবে যে ঘোম্‌টা চিরি আস্‌বে ধীরি, বাজ্‌বে আঁখি-বীণ।
কবে যে দখ্‌নে হাওয়ার বুঝ্‌বে power প্রেম-tower-এ উঠে,
কালো ঐ চোখের তারায় হাত ইসারায়, পিইব দারু ফিন্।
দেখিয়া পথ নিরজন বুকের বসন আপনি খুলে যাবে—
ঘড়ি তুই চল্ ছুটিয়া টিক্‌টিকিয়া বাড়িয়ে গতি ক্ষীণ!
তোরে যে ফি বছরে অয়েল্ ক'রে যতন করি কত,
সময়ে পারিস্ নাকি দিতে ফাঁকি ওরে সুইস্-জীন!

'এঙ্কোর এঙ্কোর' চীৎকার করিয়া শ্রোতারা কুঞ্জ তোলপাড় করিয়া দিতেই গানটি ফিরিয়া গাওয়া হইল। ইহার পর দুই চারিটি সুরের আলাপ হইল। রৈবতকবাবু অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, এবার 'হাঘরে' নৃত্য। গায়ক-গায়িকারা সকলে ভিতরে গেলেন। রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইল। দর্শকদের অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, ইহারই প্রতীক্ষায় সকলে উৎসুক হইয়া ছিলেন। আমারও ঔৎসুক্য কম ছিল না, নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, কিছু যেন বাদ না যায়!

ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল, প্রচ্ছদপট উঠিল—আব্ছা আলোতে এক বিরাট মরুভূমির দৃশ্য চোখে পড়িল—তরঙ্গায়িত বালুকারাশির উপর মনে হইল যেন কিসের কালো ছায়া নড়িতেছে—ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে কায়া পরিলক্ষিত হইল, অন্তরালের ক্ষীণ ঐকতান সঙ্গীত স্পষ্ট হইল, দেখিলাম শ্রীমতী বিম্ববতী রাহা চামড়া রঙের সাড়ী পরিয়া 'হাঘরে' বা বেদূঈন বালিকার বেশে দেহখানির কোমর পর্য্যন্ত স্থির রাখিয়া উর্দ্ধভাগ দুলাইয়া দুলাইয়া নৃত্য করিতেছেন—অপূর্ব্ব! অস্পষ্ট অন্ধকারে মনে হইল বুঝি বা বেহেশ্‌তেই আসিয়াছি, ভগবানের-খাস হুরীর নৃত্য দেখিতে। গানের তালে তালে তাঁহার দেহ তরঙ্গায়িত হইতেছে। গানটি এইরূপ—

একী অপরূপ মরুডাঙা মাঝারে—
নাচে একা 'হাঘরে' বালা—
যতদূর চলে আঁখি নাহি নর-পশু-পাখী,
হীরক-গুড়ান বালুফাগ শুধু রহি রহি উজালা!
উলটি-পুলটি নারী—বেশবাস ফেলে ছাড়ি—
ভুমে গো—
উলঙ্গ মরুবায়ু—ভাবে যাবে যাক্ আয়ু—
প্রাণপণ করি চুমে, ঢুলে, ঘুমে গো।
নভে দিগম্বর হাসি—মত্ত বালুকারাশি,
দূরে ওয়েসিসে খাসী বহিছে বিরহ-জ্বালা!
ম্যা ম্যা রবে পাঁঠা যত—হ'ল কুর্দ্দন রত
দেখে গো

জলভারে ভারী হৃদি—দেখিল উষ্ট্র-দিদি,
মানবীর নাচ দেখে কত শেখে গো।
'হাঘরে' বালিকা সুখে. নাচে কর হানি বুকে,
বর-পাকুড়ানি ছন্দ মরুতে হ'ল বুঝি বেতালা।

সেই সুবিশাল বালু-পরিপূর্ণ মরুর পাশে বুঝি wings-ওয়েসিস হইতেই খাসী ও পাঁঠাদের মুখ বাহির হইতে লাগিল। 'হাঘরে' বালার নৃত্যে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল।

ইহার পর দু'একটা অভিজ্ঞাত-রাগিণী আলাপ হইল এবং পরিশেষে কবি গাজী আব্বাস বিট্‌কেল অনড্ডান্‌বিক্রীড়িত-ছন্দে গান ধরিলেন—কোরাসে রৈবতকবাবু প্রভৃতিও যোগ দিলেন।

চোর ও ছ্যাঁচোড় ছিঁচ্‌কে সিঁধেলে দুনিয়া চমৎকার—
তল্‌পি-তল্‌পা, তহবিল নিয়ে ভাণ্ডারী হুঁসিয়ার!

বাজার করিয়া চাকর বাবাজি ভারী ক'রে ফেরে ট্যাঁক—
ঘি-তেল চুরীতে বামুন ভায়ার হয়েছে বিষম 'ন্যাক'—
ভাত নিয়ে যবে বাড়ী যায় দাসী আঁচল তাহার ছ্যাখ্‌—
মজাদার ভারী এ-দুনিয়াদারী, সাম্‌লিয়ে চলা ভার—
চোর ও ছ্যাঁচোড় ... ...

গয়লার মন ময়লা অতীব দুধে ঠেসে দেয় জল—
ময়দার সাথে চা-খড়ি মিশায় এমনি ময়দা কল—
কোঠা বাড়ী যার সেও ভিখ্‌ মাগে আঁখি ক'রে ছলছল,
নেহাৎ বেচারা ভাবিছ যাহারে সে পাকা পকেটমার—
চোর ও ছ্যাঁচোড় ... ...

শ্যামের নামেতে পড় যে গল্প লেখক তাহার রাম—
নূতন বলিয়া কিনিলে যে জুতা পুরানো তাহার চাম—
সেলেতে সস্তা জিনিষ কিনিতে দিলে ঠিক দুনো দাম,
ধোপা ব্যাটা ভুল ঠিকানা রাখিয়া হইল পগার পার—
চোর ও ছ্যাঁচোড় ... ...

চোরা-মার্কেটে যাবে যদি যেয়ো, সামলিয়ে নিজ জেব—
চট ক'রে ট্যাঁক খুলিয়া ফেলো না দেখ যদি দ্বিজ-দেব,
অনেক ঠেকিয়া অনেক শিখেছি কহিতেছি অতএব—
মাথায় হস্ত যে বুলাবে তব মতলব আছে তার—
চোর ও ছ্যাঁচোড় ... ...

যে বাঁশে ভাবিছ নিখুঁত নিরেট ধরেছে তাহাতে ঘুণ,
সমঝিয়ে চলো সেই সাধু লোকে খেয়েছে যে তব নুন,
বাসরশয্যা ভাব যেথা সেথা গড়াগড়ি যায় খুন,
(হিয়ার, হিয়ার)
আছে ত উপায় কর সমবায় ক'সে পড় "ভাণ্ডার"
চোর ও ছ্যাঁচোড় ছিঁচ্‌কে সিঁধেলে দুনিয়া চমৎকার—
তল্‌পি তল্‌পা তহবিল নিয়ে ভাণ্ডারী হুঁশিয়ার !

হাসি-হুল্লোড়-কোলাহলের মধ্যে জলসা শেষ হইল। পথে ট্রামে জলসার আন্দোলন শুনিতে শুনিতে বাড়ী ফিরিলাম। সেই দিন হইতে প্রত্যহ 'হায়রে 'নৃত্যের স্বপ্ন দেখিতেছি।

যাদুকর

[নাটিকা]

ভূমিকা

[এই নাটিকার পাত্র-পাত্রীগণ নির্দ্দিষ্ট নহে। যাঁহার যাহা খুসী বলিবেন বা করিবেন। কেবল মাত্র যাদুকর—তিনিই এই নাটকের নটরাজ, মাদ্রাজী নটরাজের মত এক ঠ্যাঙ্গে বিশেষ মুদ্রায় অবস্থান না করিলেও মুদ্রার জন্য নটরাজ হইবেন—তিনিই থাকিবেন নির্দ্দিষ্ট। অনেকে ভুল করিয়া ভাবিবেন, বুঝি এই যাদুকরের ভেল্কির হাড় নাই, তাঁহাদের অবগতির জন্য বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, যাদুকর ওস্তাদের হাড় দিয়া চশমার রীম তৈয়ারী করিয়া লইয়া কৌশলে তাহা ব্যবহার করেন। এই নাটিকায় দুইটি সঙ্গীত যোজনা করা হইয়াছে, কিন্তু কে গাহিবে বলিয়া দেওয়া হয় নাই। ইহাই আধুনিক আর্ট। দলের মধ্যে যাহার ধৈর্য্য বেশী সে রঙ্গমঞ্চের উপর হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকিবে এবং দলের মধ্যে যে সব চাইতে ভাল গান গায় সে wings-এর অন্তরালে চা তৈয়ারী করিতে করিতে গান গাহিবে, হাঁ-করা ব্যক্তিকে গান অনুযায়ী মুখ নাড়িতে হইবে।

রঙ্গমঞ্চের দুইটি অংশ, যাদুকরের মঞ্চ ও দর্শকগণের মঞ্চ। কখনো যাদুকর কথা কহিবেন, কখনো দর্শকেরা। দর্শকদেরও আবার দুই ভাগ—একভাগ, যাদুকর সম্বন্ধে অতি বিশ্বাসী, অন্য ভাগের এখনও কিছু সন্দেহ আছে।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাদুকরের বাড়ী যৌবনে ছিল ময়মন-

সিংহে। গানের সময় সকল প্রকার বাদ্য-যন্ত্র বন্ধ থাকিবে। কেবল যাদুকরের কথা শেষ হইলেই ঢং করিয়া একবার ঘণ্টা বাজাইতে হইবে। কাছাকাছি ঘণ্টা না থাকিলে কাঁসার থালা বজাইলেও চলিবে। আরো একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক—রঙ্গমঞ্চটি এমন ভাবে নির্ম্মাণ করিতে হইবে যেন নক্ষত্রখচিত খানিকটা আকাশ দেখা যায়। বর্ষাকালে এই নাটিকা অভিনয় করা চলিবে না]

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—আশ্চর্য্য তো! ব্যাঙের ছাতা থেকে একেবারে জ্যান্ত ব্যাঙ, আর কাঠচাঁপার গাছ থেকে কাঠবেরালী ? এও বিশ্বাস করতে বলেন ?

—বিশ্বাস জিনিষটা আপনি আসে মশাই। দুটো চোখ আছে তো আপনার! বাইরের দৃশ্য পদার্থের একটা inverted image আপনার retina-তে—

—বুঝেচি মশাই, বুঝেচি। আজকের programme-টা কি ?

—আপনি বোঝেন নি, বুঝতে পারেন না। আইনষ্টাইনের নাম শুনেছেন ?

—নাম শুনিনি বটে তবে দেখেচি। সেই তো লম্বা হানো—

—আস্তে, আস্তে।

যাদুকর

পথ ভুল হয়ে গেল, পথ ভুল হয়ে গেল! ওগো আমার জীবন-দেবতা, জন্মাবার পূর্ব্বেই যদি আমাকে এক জোড়া গোঁফ দিতে তা হলে বেরালের মত অন্ধকারেও পথ চিনে নিতে পারতেম। প্রাচ্য নয়, পাশ্চাত্য! আহা! নবকুন্দধবল—

—কি হচ্ছে মশাই ?

—দেখতে পাচ্ছেন না, ওস্তাদকে স্মরণ করছেন।

—ওঃ !

যাতুকর

ওয়ান, টু, থ্রি। আপনাদের কারু কাছে একটা রুমাল আছে ? থাক্—দরকার নেই। দেখুন জ-গম্ ধাতু ড—চল্‌ছে তাই জগৎ—নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। ছিল মন্দির, মস্‌জিদ হ'ল, আজ যে আলমগীর, কালই সেই জীবানন্দ। আজ রাজা ও রাণী, কাল ভৈরবের বলী।

—বেশ বলেন !

—বল্‌বেন না ? শোনেন কত !

যাতুকর

কাঁদছেন না হাসছেন ? ঘুমুচ্ছেন না জেগে আছেন ? ওয়ান টু থ্রি—দেখেছেন ঘোড়া ?

—তাই তো ! ঘোড়াই তো !

—হবে না, ঘোড়া হ'তেই হবে। A horse, a horse, a kingdom for a horse.—জানেন ?

যাতুকর

কিন্তু, ঘোড়া নয়। অন্য কিছু, অন্য কি যে, অন্য কে তা জানে !

—সত্যিই তো ঘোড়া নয়, তবে ?

(গান)

দেখছ যা তা সত্য নহে, কাহার প্রতিবিম্ব,
আমি দেখছি জগন্নাথে, তুমি দেখছ নিম্ব।
আমি দেখছি বৃত্তাকার, তুমি দেখছ লম্বা,
কেমন ক'রে বল্‌বে নহে আঙুল ফুলে রম্ভা।
নামে কি-বা যায় বা আসে
প্রেম করে কেউ, ভালবাসে—
কেউ বা কহে মাকাল ফল, কেউ বা কহে বিম্ব!
আমি দেখছি জগন্নাথে তুমি দেখছ নিম্ব।

অরূপ রূপের ঠিকানা পাও শুঁকে তাহার গন্ধ
ভূমির ধূলা জুতায় ঢেকে পাও যে ভূমানন্দ!
দুঃখ আসে শ্রাবণ হ'য়ে,
মোটর-টায়ার যায় যে ক্ষয়ে—
ঘোড়া তো নয়, চোখ মেলে চাও, নয় কি অশ্বডিম্ব?
আমি দেখছি জগন্নাথে তুমি দেখছ নিম্ব।

—হায় হায়!
—অহো! হো!

(২)

—বুঝলেন কিছু?
—অপূর্ব্ব!

—ছাই বুঝেচেন ? কেমন ধ্যান-গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি।

—তাতো দেখছি। কিন্তু লেজটা ?

যাদুকর

ওয়ান টু থ্রি—চাঁদ কই, চাঁদ কই ? জেগে আছেন, না ঘুমিয়ে আছেন ? দু ফাঁক ক'রে দাও দেবতা, দু ফাঁক করে দাও। তীক্ষ্ণধার তরবারি দাও—

—এবার কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

—বুঝবেন কি ক'রে ? প্রোগ্রাম কিনেছেন চার আনা দিয়ে ?

—না তো।

যাদুকর

তোমার রথের চূড়া দেখতে পেয়েছি, হে রথী, সমস্ত বিশ্বের উপর দিয়ে ঘর্ঘরিত রবে তোমার রথ ছুটুক। বংশীধর, বংশ রক্ষা কর।

—উঠছেন যে !

—প্রোগ্রাম একটা কিনে আনি। কিছু মাথায় ঢুক্‌ছে না।

যাদুকর

পাহাড় গলিয়ে নদী সৃষ্টি করছ প্রভু, চাল ফুটিয়ে ভাত ! তুমি অসীম, তুমি অসীম !

—যাদুকরের বোল-চালের মতো শোনাচ্ছে না তো !

—মন্ত্র, মশায় মন্ত্র !

যাদুকর

উদুত্যং জাতবেদসং বহন্তি কেতবঃ দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্‌॥

ঘুমিয়ে আছেন না জেগে আছেন ? ওয়ান টু থ্রি—দেখতে পাচ্ছেন ?

(গান)

ভাঙছ তুমি, গড়ছ প্রভু, করছ তুমি সৃষ্টি—
জলের বাষ্প মেঘ না হয়ে কর্‌ছে জলবৃষ্টি।
শুকিয়ে নিয়ে তামাকপাতা—
চিটে গুড়ে মাখিয়ে নে তা
ছিলিম সেজে টেনেই দেখ খোলে কেমন দৃষ্টি—
ভাঙছ তুমি, গড়ছ প্রভু, করছ তুমি সৃষ্টি।

যাত্নকর

ওয়ান টু থ্রি—ঘুমিয়ে আছেন, না জেগে আছেন? ঘোড়া কোথায়? শেষের রাত্রি হ'ল গৃহপ্রবেশ, গোড়ায় গলদ হ'ল শেষরক্ষা, বৌ ঠাকুরাণীর হাট হ'ল পরিত্রাণ। প্রভু—

তোমার নেশায় তুমি মেতে ভাঙছ এবং গড়ছ,
উজাড় ভাণ্ডে ডিম্ব প্রসব কেবল তুমি করছ—
শেষ প্রতিভা আছে সময়,
টাট্‌কা দুধে বাসি গোময়!
থামাও প্রভু থামাও তব নতুনতরো কৃষ্টি,
ভাঙছ তুমি, গড়ছ প্রভু, করছ তুমি সৃষ্টি!

যাত্নকর

ওয়ান টু থ্রি—জেগে আছেন, না ঘুমিয়ে আছেন? কর্ম্মফল হ'ল শোধবোধ, শারোদোৎসব—ঋণশোধ, রাজা ও রাণী—ভৈরবের বলি, ভৈরবের বলি—তপতী। প্রভু তরবারি দাও, তরবারি দাও!—

—দেখছেন ?

—অদ্ভুত !

—ব্যস্ত হবেন না, আরো আছে। ছবি আছে।

—আছে না কি ?

—হায় হায় !

—অহো হো !

—বল হরি, হরিবোল !

যবনিকা পতন

চন্দ্রাবলী

(গীতি-নাটিকা)

ভূমিকা

[জালন্ধররাজ-কুমারী চন্দ্রাবলী কোটাল-পুত্র ভীষ্মক দেববর্ম্মার নিকট একটি আদিরসাশ্রিত লিপি প্রেরণ করিতে গিয়া রাজমহিষীর প্রধানা পরিচারিকা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া রাজমহিষী ও মহারাজের হস্তে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হন এবং মনে মনে এই লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। প্রতি বৎসর বাসন্তী-পূর্ণিমা রাত্রে অন্তঃপুর-উদ্যান-বাটিকায় অন্তঃপুরিকারা যে অভিনয় করিতেন, রাজ-কুমারী প্রতিশোধস্বরূপ সেই অভিনয় পণ্ড করিতে মনস্থ করেন। অভিনয়ের ব্যবস্থার ভার সম্পূর্ণ তাঁহার উপরেই ন্যস্ত ছিল।

বাসন্তী-পূর্ণিমার দিন অভিনয়মঞ্চে সপারিষদ মহারাজা উপস্থিত ছিলেন। অন্তঃপুরিকারা সকলেই দর্শক ছিলেন। রাজমহিষীর পিত্রালয় হইতেই কয়েকজন কুটুম্ব ও আসিয়াছিলেন। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া অভিনয়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন এমন সময় রাজকুমারী ও তাঁহার সখিগণ, রঙ্গমঞ্চের অভ্যন্তরে আর একটি রঙ্গমঞ্চ সৃষ্টি করিয়া সেখানে নৃত্য-গীতচ্ছলে তাঁহার অবমাননার বার্ত্তা দর্শক ও শ্রোতাদিগের নিকট জ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করেন। ফলে তিনি নির্ব্বাসিতা হইয়া একটি দস্যুদল গঠন করিয়া তাহার নেত্রীত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক জালন্ধর-রাজ্যে মহা বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করেন। কিন্তু এ সকল ইতিহাসের কথা]

স্থান—জালন্ধর-রাজের অন্তঃপুরস্থ উদ্যান

কাল—ভগবান তথাগতের জন্মের একশত বৎসর পূর্ব্বে। বাসন্তী-পূর্ণিমা-রাত্রি, তৃতীয় প্রহর।

কুশীলবগণ

চন্দ্রাবলী—জালন্ধর রাজকুমারী	রঙ্গমঞ্চস্থ দর্শকবৃন্দ
ঐ সখিগণ	নেপথ্য

১ম দৃশ্য

[যবনিকা উঠিতেই একটি সুদৃশ্য কক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল। মেঝেতে বাঁয়া-তবলা, সারঙ্গী, প্রভৃতি। কয়েক জোড়া ঘুঙুর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পড়িয়া আছে। কোণের কুলুঙ্গিতে একটি এলার্ম টাইমপিস্। দেওয়ালে পেরেকের উপর একটি সোলার হ্যাট। রাজকুমারী চন্দ্রাবলী ও সখিগণের প্রবেশ]

১ম সখী। তবে কি হবে?

২য় সখী। তাই ত গা, কি হবে?

৩য় সখী। কিসের কি হবে লা? রাত হবে, দিন হবে, ছেলে হবে, মেয়ে হবে, তারপর বিয়ে হবে।

৪র্থ সখী। মালবিকা, তোর ভাই সবতাতেই রসিকতা। ভারী বিপদ যে!

৩য় সখী। বিপদের কথাই ত শুধোচ্ছি লা? কি হবে, কি হবে ক'রে চ্যাঁচালে যে শুধু মরণই হবে।

[১ম ও ২য় সখী ইত্যবসরে একজোড়া করিয়া ঘুঙুর পায়ে বাঁধিয়া নাচিতে নাচিতে গাহিতে লাগিলেন]

তাইরে নাইরে নাইরে না;
তবে কি হবে, তবে কি হবে?
সখী চলে যাবে না জানি কবে?
ওকি ওকি ওকি—চলে যাবে সখী,
তেরছ নয়নে চাইবে না,
কোথা এবে সখী দেবে যে পাড়ি,
বিভুঁই বিদেশে অবলা নারী—নারী—নারী—
চুল না বাঁধিবে,
ঝোল না রাঁধিবে,
ছেলে ছুলে নেচে গাইবে না।
কোন্ সে বিদেশে কারে ভালবেসে
প্রেমের উজানে বাইবে না'।

৩য় সখী। হ্যাঁ রাজকুমারী, তাই নাকি ভাই?

২য় সখী। তুই কি আকাশ থেকে পড়লি না! শুনিস্ নি বুঝি? বিদূষকের কাছে কাছে ছোঁক ছোঁক ক'রে ঘুরে বেড়াবি, তুই আবার—

৩য় সখী। তা ভাই, বিদূষক চর্ম্মচেটকের চাইতে ভাল! কি বলিস্ ভাই, স্রগ্ধরা?

৫ম সখী। রাজকুমারীর বিপদ, এখন রসিকতা ভাল লাগে না ভাই।

৩য় সখী। [রাজকুমারীর সম্মুখে নতজানু হইয়া] সখি, তোমার কি বিপদ আমায় বল।

চন্দ্রাবলী। দুঃখের কথা থাক্, ভাই। আজকের এই মধুরাত্রির উৎসবকে ম্লান কর্‌তে চাই না—বরং একটা গান গাই।

সখিগণ সকলে সমস্বরে। অনেকদিন তোমার নাচ দেখিনি—দুঃখ যখন ভুলতেই চাচ্ছ—একটু নাচ হোক্ না।

চন্দ্রাবলী। এ রঙ্গালয়ে অনেক নাচই নাচ্‌লাম ভাই, এখন বাঁচতে চাই। আচ্ছা, বিদায় নেবার আগে তোদের কথাই রাখি।

[রাজকুমারীর নৃত্য ও গীত। সখিগণের সারঙ্গী তবলা বাঁয়া ইত্যাদি বাদন]

আমারে আর গাইতে বলো না,
মিছে হেথা নাচের ছলনা।
ঘরের কোণে ছিলাম ব'সে—বাঁধন কখন পড়্‌ল খ'সে,
ডাক দিল কে বাঁশির সুরে, 'বাইরে এস যাদু-সোনা!'
সে ডাক শুনে আঁধার হিয়া, ছুটল পথে কুল ভুলিয়া—
আমি চাইনি কিছু, চাইনি পিছু,
ছুটনু ক'রে নয়ন নীচু—
ছিল না ক' লাভের আশা, তাই না ছিনু দোনা-মোনা।
আপন মনে এলেম নেচে—পেলাম গরল সাগর সেঁচে,
প্রেমের মূল্য যে কলঙ্ক
মাখ্‌নু গায়ে সেই সে পঙ্ক,
আনমনা মন-গালে আমার গুরুজনায় মারল ঠোনা।
তাই ত যাব বিদায় নিয়ে—যার চরণে মন দিছি এ;
—এ সংসারে কতই জ্বালা
প্রেম নিয়ে কে রয় নিরালা;
হেথা দুধ ভেবে যে ভাঁড় ধরেছি দেখি তাতে শুধুই চোনা।

[নেপথ্যে সন্দেহজনক শব্দ। সখীরা সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মহারাজ রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। রাজকুমারী সভার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গান থামাইলেন]

দর্শকগণ। এঙ্কোর এঙ্কোর।

[সহসা ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় রঙ্গমঞ্চে মহারাজের প্রবেশ ও প্রথম অঙ্ক শেষ হইতে না হইতেই যবনিকা পতন]

প্রবাসী প্রেসে, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, শ্রীসজনীকান্ত দাস
কর্ত্তৃক মুদ্রিত, রঞ্জন প্রকাশালয়ের পক্ষ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত